POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ○

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 49

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 04 Dec, 2025 12 জামাদিউল সানি 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মুদারাত বলতে বোঝায় এভাবে কোমলভাবে কথা বলা যাতে বিষয়টি অন্যদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থাপন হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

অশুভ থেকে বিরত থাকার মধ্যে কোমলতা এবং সদ্বাক্য উচ্চারণ (কওল হাসান)-এর নৈতিক গুণাবলি অন্তর্ভুক্ত। যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে এই গুণের উদ্ভব ঘটে তাকে 'তালাকত' বলা হয়-অর্থাৎ প্রফুল্লতা বা উন্মুক্ত, মনোরম চেহারা। একটি শিশু, যতক্ষণ না সে কথা বলতে সক্ষম হয়, রিফ্‌ক ও কওল হাসান-এর স্থলে 'তালাকত' প্রদর্শন করে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে রিফ্‌ক-এর মূল-যেখান থেকে এই শাখার বিকাশ-তা হলো 'তালাকত'। 'তালাকত' একটি প্রাকৃতিক ক্ষমতা, আর রিফ্‌ক একটি নৈতিক গুণ যা এই ক্ষমতাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে সর্বশক্তিমান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন:

"লোকদের কাছে শুধু সেই কথাই বল যা প্রকৃতপক্ষে ভালো। কোনো জাতি যেন অন্য কোনো জাতিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে; হতে পারে, যাদের ঠাট্টা করা হচ্ছে তারাই উত্তম। কিছু নারী যেন অন্য নারীদের ঠাট্টা না করে; হতে পারে, যাদের ঠাট্টা করা হচ্ছে তারাই উত্তম। অন্যের দোষ খুঁজো না। তোমাদের লোকদের কটু বা অপমানজনক নামে ডেকো না। অসৎ চিন্তা বা সন্দেহে লিপ্ত হয়ো না, এবং দোষ খুঁড়ে খুঁড়ে অনুসন্ধান করো না। পরস্পরের পরনিন্দা করো না। কারো বিরুদ্ধে এমন অপবাদ বা অভিযোগ আরোপ করো না যার কোনো প্রমাণ তোমাদের কাছে নেই। এবং স্মরণ রেখো-প্রত্যেক অঙ্গের হিসাব নেওয়া হবে; কান, চোখ ও হৃদয়-সবকিছুকেই জিজ্ঞাসা করা হবে।"

(ইসলামী উসূল কি ফালসাফি, রূহানী খাজাইন, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩৫০)

অনুরূপভাবে, তিনি আরও বলেছেন:

"শত্রু কঠোর ভাষায় কথা বললেও তার প্রতিদানে কঠোর হওয়া কোনো উপকার বয়ে আনে না, কারণ কঠোর শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বরকত দূর হয়ে যায়।" (মালফূযাত, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৭৩)

তিনি আরও বলেছেন:"মুদারাত বলতে বোঝায় এভাবে কোমলভাবে কথা বলা যাতে বিষয়টি অন্যদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থাপন হয়, এবং সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে একটি প্রয়োজনীয় শব্দও বাদ না পড়ে এবং সমগ্র বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে পরিবেশিত হয়। অপরদিকে, 'মুদাহানা' বলতে বোঝায় ভয়ে সত্যকে গোপন করা-চাটুকারিতা ও আপসের আচরণ। প্রায়ই দেখা যায় যে মানুষ কোমলভাবে কথা বলা শুরু করলেও পরবর্তীতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এটি উপযুক্ত নয়, কারণ সত্যকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। প্রকৃত সাহসী সেই ব্যক্তি যে সত্যকে এমন উৎকর্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করে যে প্রবল রাগী মানুষও তা শুনতে বাধ্য হয়। আল্লাহ এমন ব্যক্তিদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। অবশ্যই সত্যভাষীর প্রতি সবাই সন্তুষ্ট নাও হতে পারে, যদিও সে কোমলভাবে কথা বলে; তবুও তাদের মধ্যেই কিছু লোক থাকে যারা ভালোকে স্বীকার করে এবং প্রশংসা করে।" (মালফূযাত, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬)

মানুষকে কোমলভাবে এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে কথা বলা উচিত; কারণ যে ব্যক্তি এমনটি করে না, বরং তাড়াহুড়ো, রাগ এবং আবেগে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, সে কখনোই অন্যদের প্রকৃত অর্থে উপকার করতে বা তাদের আলোকিত করতে সক্ষম হয় না।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নাহল ১২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

হিকমত শব্দটির অর্থ হিলম-অর্থাৎ ধৈর্য ও সহনশীলতাও বোঝায়। বলা হয়েছে যে মানুষকে কোমলভাবে এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে কথা বলা উচিত; কারণ যে ব্যক্তি এমনটি করে না, বরং তাড়াহুড়ো, রাগ এবং আবেগে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, সে কখনোই অন্যদের প্রকৃত অর্থে উপকার করতে বা তাদের আলোকিত করতে সক্ষম হয় না।

'নবুওত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্যের আলোকে এর অর্থ হবে-ঐশী বাণীর সহায়তায় মানুষকে ধর্মের দিকে আহ্বান করা। যে যুক্তিগুলি নিজে পবিত্র কুরআন উপস্থাপন করেছে, কেবল সেগুলিই তুলে ধরবে; নিজের মনগড়া কথাবার্তা কিংবা ভিত্তিহীন দাবিকে কখনোই সামনে আনবে না। হায়! মুসলমানরা যদি এ নীতিটি বুঝত, তবে তারা অনেক আগেই ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মকে যুক্তিতর্কে পরাস্ত করত। আমাদের প্রকৃত অস্ত্র হলো পবিত্র কুরআন-যে গ্রন্থ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'লা ঘোষণা করেছেনঃ '***ওয়া জাহিদহুম বিহি***' অর্থাৎ-আর তাদের বিরুদ্ধে এর মাধ্যমে জিহাদ কর" (আল-ফুরকান, রুকূ' ৫)।

সুতরাং কুরআনের তরবারি হাতে নিয়ে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়-আজ মুসলমানের হাতে পৃথিবীর সবরকম জাগতিক সম্পদ থাকলেও যে একটি জিনিস নেই, তা হলো এই তরবারি-যার দ্বারা অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

مَا يَمْنَعُ مِنَ الْجَهْلِ এর দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের অর্থ হবে-তোমার বক্তব্য এমন হওয়া উচিত যা অন্যরা বুঝতে পারে এবং যার মাধ্যমে তাদের ভুল-ধারণা দূর হয়। অর্থাৎ বাক্য হতে হবে এমন, যা অজ্ঞতাকে দূর করে এবং শ্রোতার বোধশক্তির উপযোগী হয়। তাই একটি হাদীসে এসেছে:

"আল্লাহর রসূল (সা.), তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে-মানুষের বোধশক্তির পরিমাণ অনুযায়ী

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়.....)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রাযি.) করেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ কোমলস্বভাব, এবং তিনি কোমলতাকে ভালোবাসেন। তিনি কোমলতার জন্য এমন প্রতিদান প্রদান করেন যা তিনি কঠোরতার জন্য প্রদান করেন না, এবং এমন প্রতিদান অন্য কোনো সৎকর্মের জন্যও প্রদান করেন না।"

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুবারক সহধর্মিণী হযরত আয়শা (রাযি.) আরও বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে গুণের সঙ্গে কোমলতা যুক্ত হয়, তা অলংকৃত ও সুন্দর হয়ে ওঠে; আর যে বিষয় থেকে কোমলতা অপসারিত হয়, তা ততটাই বিকৃত ও অরুচিকর হয়ে যায়। অন্য কথায়, সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে কোমলতার মধ্যেই।"

যে সম্পর্ক রক্তসম্পর্ক-এর ভিত্তিতে হারাম হয়, তা দুগ্ধসম্পর্ক (রিযাআত)-এর ভিত্তিতেও হারাম হয়।

হযরত আয়শা (রাযি.) বর্ণনা করেন: "আফলাহ আমাকে দেখা করার জন্য ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলো, কিন্তু আমি তাকে অনুমতি দিইনি। সে বলল, 'তুমি কি আমার সামনে পর্দা করো, অথচ আমি তোমার চাচা?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কীভাবে?' সে উত্তর দিল, 'আমার ভাবী তোমাকে আমার ভাইয়ের দুধে দুধপান করিয়েছেন।'"তিনি আরও বলেন: "আমি এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, এবং তিনি বললেন, 'আফলাহ সত্য কথা বলেছে; তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দাও।'

হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত হামযাহ (রাযি.)-এর কন্যাকে সম্পর্কে বলেছিলেন: "সে আমার জন্য বৈধ নয়। যে সম্পর্ক নসবের কারণে হারাম হয়, তা রিযাআতের কারণেও হারাম হয়। সে আমার দুগ্ধভাতিজি।"

"আমার ভাবী তোমাকে আমার ভাইয়ের দুধে দুধপান করিয়েছেন" কথাটির অর্থ হলো: তুমি আমার ভাইয়ের স্ত্রী-এর দুধ পান করেছো। অতএব আফলাহর ভাই হযরত আয়শার দুগ্ধপিতা হলেন, এবং আফলাহ তার দুগ্ধচাচা হলেন।

(মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

হযরত আবু খায়সামা যখন কুটিরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান এবং তার জন্য তার স্ত্রীরা যে-সব আয়োজন করেছেন সেগুলো দেখেন তখন বলে ওঠেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কড়া রোদে, প্রচণ্ড গরমে এবং লু হাওয়ার মধ্যে সফর করছেন আর আবু খায়সামা শীতল ছায়ায়, সুস্বাদু খাবার, সুন্দরী স্ত্রী এবং নিজ ধনসম্পদের মধ্যে অবস্থান করবে? এটি কোনোক্রমেই ন্যায়বিচার হতে পারে না! এরপর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের কারো কাছেই ততক্ষণ পর্যন্ত আসব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত না হই।

মহানবী (সা.) হযরত মু'আয (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মু'আয! তুমি যদি দীর্ঘায়ু লাভ করো তবে এই স্থানটিকে বাগানে সুশোভিত হতে দেখবে।

সম্ভবত ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.) জেনে গিয়েছিলেন, হযরত মু'আয এই স্থানটি দেখবেন আর সেই উপত্যকা বৃক্ষরাজি ও বাগানে সুশোভিত হয়ে যাবে।

এটি মহানবী (সা.)-এর মু'জিযারই একটি বরকত- আজ তাবুকে এত প্রচুর পানি রয়েছে যে, মদীনা ও খায়বার ছাড়া অন্য কোথাও আমাদের এত পানি দেখার সুযোগ হয় নি। বরং প্রকৃত বিষয় হলো, তাবুকের পানি এ দুটি স্থানের চেয়েও পরিমাণে বেশি। এই পানিকে কাজে লাগিয়ে এখন তাবুকের সর্বত্র বাগান করা হচ্ছে আর মহানবী (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাবুক একটি বাগানবহুল স্থান এবং প্রতিনিয়ত বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) দোয়া করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে পাহারারতদের যারা পাহারা দেয়- তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। তোমরা যে-সব মানুষ বা পশুর নিরাপত্তা বিধান করেছ তাদের মাঝ থেকে প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণীর বদলে তোমরা এক একটি কীরাত পরিমাণ পুরস্কার পাবে।

তবুকের যুদ্ধের বিবরণ ও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত ৩১ অক্টোবর, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (৩১ ইখা, ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বর্তমানে তাবুকের যুদ্ধের আলোচনা চলছে। মহানবী (সা.) এই যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ইতিহাস থেকে আমরা আরো জানতে পারি, ইসলামী বাহিনীর তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার পর মহানবী (সা.) প্রথম যাত্রাবিরতি দেন যু -খুশুব নামক স্থানে। যু -খুশুব মদীনা থেকে এক রাত সফরের দূরত্বে সিরিয়ার পথে একটি উপত্যকা, যা ঝরনাবহুল একটি স্থান। সেখান থেকে মহানবী (সা.) যোহর ও আসরের নামায জমা করে আদায় করা শুরু করেন। এই সফরের সময় তিনি (সা.) যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা নিয়মিতভাবে জমা করে আদায় করতে থাকেন। (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩৮৬) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৪] (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১১৪)

সফরকালে যেসব স্থানে তিনি (সা.) যাত্রাবিরতি করেছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। সেগুলোর মধ্যে কিছু স্থানের শুধুমাত্র নাম পাওয়া যায়। সেগুলোও পরে যদি সুযোগ হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ্ বর্ণনা করা হবে। হযরত মু'আয বিন জাবাল বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাবুকের যুদ্ধে ছিলেন; তাঁর যাত্রা শুরু করার পূর্বেই সূর্য ঢলে গিয়েছিল। তিনি যোহর ও আসর জমা করেন। আর সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে তিনি রওয়ানা হলে যোহরে বিলম্ব করতেন যতক্ষণ না আসরের সময় হতো। আর মাগরিবের ক্ষেত্রেও এরূপই করতেন; তাঁর রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সূর্য অস্ত গেলে মাগরিব ও ইশা জমা করতেন, আর যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি রওয়ানা হতেন তবে মাগরিব বিলম্বে পড়তেন যতক্ষণ না এশার সময় হয়ে যাত্রাবিরতি করতেন, অতঃপর উভয় নামায জমা করতেন।(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস-১২০৮,১২১০)

বর্ণিত হয়েছে, এই সফরে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ ইমামতির সৌভাগ্য লাভ করেন। সেই ঘটনাটি এরূপ: হযরত মুগীরা বিন শু'বা বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ফজরের নামাযের পূর্বেই বাইরে গমন করেন। আমি তাঁর পেছনে পানির মশক নিয়ে বের হই, অর্থাৎ পানি নিয়ে যাই। যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) ফিরে আসেন আমি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন আমি মশক থেকে তাঁর হাতে পানি ঢালতে থাকি এবং তিনি নিজের উভয় হাত তিনবার ধৌত করেন। [এখানে সফরে কীভাবে তিনি ওযু করেছিলেন তার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।]

অতঃপর তিনি (সা.) তাঁর বরকতময় মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তারপর তিনি তাঁর বাহুদ্বয় নিজের জুব্বা থেকে বের করতে যান, কিন্তু জুব্বার হাতাগুলো সরু ছিল তাই তিনি তাঁর হাত জুব্বার ভিতর ঢুকিয়ে বাহু জুব্বা থেকে বের করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। অতঃপর তিনি তাঁর মোজার ওপর মাসাহ করেন; অর্থাৎ সে সময় মোজা পরিহিত ছিলেন, তাই মোজার ওপর মাসাহ করে সেগুলো পরিষ্কার করেন। অতঃপর সামনে এগিয়ে যান। মুগীরা বলেন, আমিও তাঁর সাথে সামনে এগিয়ে যাই; গিয়ে আমরা দেখি, তারা হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফকে সামনে এগিয়ে দিয়েছেন, তিনি তাদের নামায পড়াচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) দুই রাকআতের মধ্যে এক রাকআত পান; অর্থাৎ এক রাকআত তারা আগেই পড়ে ফেলেছিল এবং তিনি (সা.) দ্বিতীয় রাকআত লোকদের সাথে আদায় করেন। যখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ সালাম ফেরান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের নামায শেষ করার জন্য দাঁড়ান তখন এই বিষয়টি মুসলমানদের বিচলিত করে এবং তাদের বেশিরভাগ তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। মহানবী (সা.) নিজের নামায শেষ করে লোকজনের দিকে মনোযোগী হন এবং বলেন, তোমরা ঠিক কাজ করেছ অথবা বলেন, ভালো করেছ। অর্থাৎ তিনি (সা.) নামায যথাসময়ে আদায় করার কারণে তাদের প্রশংসা করেন।(সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৬৩২)

সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করার বর্ণনাও পাওয়া যায়। হযরত ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাবুকের যুদ্ধের যাত্রাপথে হিজরে অবস্থানকালে তাদের নির্দেশ দেন, তারা যেন এর কূপ থেকে পানি পান না করে এবং অন্যদেরকেও যেন পান না করায়। সাহাবীগণ বলেন, আমরা তো এর পানি দিয়ে আটা মেখে ফেলেছি এবং আমরা আমাদের পশুদের পানি পান করিয়েছি। তিনি (সা.) তাদেরকে মাখানো আটা ফেলে দেওয়ার আর যে পানি তাদের কাছে মজুদ করা হয়েছিল তা মাটিতে ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) খাবার ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং হযরত আবু যার বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, যারা এই পানি দিয়ে আটা মেখেছে, অর্থাৎ এই স্থান থেকে নেওয়া পানি দিয়ে মাখানো আটা ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন যে, এটা ফেলে দাও। (সহীহ বুখারী, কিতাব আহদীসুল আম্বিয়া, হাদীস-৩৩৭৮)

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন, এই কূপের পানি পানও করবে না এবং তা দিয়ে ওযু ও করবে না, বরং এর পানি দিয়ে যে আটা তোমরা মেখেছ তা উটদের খাওয়াও, নিজেরা তা কখনো খেয়ো না।

(তারিখুত তাবারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশ দেন, তারা যেন সেই কূপ থেকে পানি নেয় যেখানে হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রী পানি পান করতে আসত, অন্য কূপ থেকে নয়। এই কূপ থেকে পানি নিতে নিষেধ করে তিনি (সা.) বলেন, সেই কূপ থেকে পানি নিও যেখান থেকে হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রী পানি পান করতে আসত।

(সহীহ বুখারী, কিতাব আহাদীসুল আম্বিয়া, হাদীস-৩৩৭৯)

বুখারীর ভাষ্যকার ইবনে হাজার আসকালানীর মতে তিনি (সা.) এই কূপ, অর্থাৎ হযরত সালেহর উষ্ট্রীর কূপের জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। (ফাতহুল বারি, শারাহ সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৬৯)

একটি রেওয়ায়েতে আছে, যখন মহানবী (সা.) হিজর অতিক্রম করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, সেসব লোকের জনপদে প্রবেশ কোরো না যারা অন্যায় করেছে, কেবল এই শর্তে যে, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ অত্যন্ত ভীতি ও বিনয়ের অবস্থা বিরাজমান থাকা উচিত; যেসব জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র শাস্তি বর্ষিত হয়েছিল তাদের জনপদ পরম ভীতির সাথে অতিক্রম করা উচিত, পাছে তোমাদের ওপরও সেই বিপদ আপতিত হয় যা তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল। অতঃপর তিনি (সা.) নিজের চাদর দিয়ে নিজের পবিত্র মুখমণ্ডল ঢেকে নেন আর তখন তিনি বাহনে আরোহিত ছিলেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাব আহাদীসুল আম্বিয়া, হাদীস-৩৩৮০)

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি (সা.) নিজের মাথা ঢেকে নেন এবং গতি বাড়িয়ে দেন, যতক্ষণ না উপত্যকা অতিক্রম করে যান।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৪১৯)

হিজর নামক এলাকার পরিচয় হলো, মদীনা থেকে তাবুক যাবার পথে এই এলাকা আসে। সেখানে হযরত সালেহর জাতি 'সামুদ' বসবাস করত। এই এলাকার নাম ছিল হিজর। বর্তমানে এই এলাকা 'মাদায়েনে সালেহ' নামে প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'লা এই জাতিকে অসংখ্য নিয়ামতে ধন্য করেছিলেন। সবুজ-শ্যামল ক্ষেতখামার ছিল, প্রবহমান ঝরনা ছিল, কৃষিকাজের ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল, খেজুর ও অন্যান্য ফলের বাগান ছিল, অতুলনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার অধিকারী ছিল এই লোকেরা। তাদের অপার সম্ভাবনা ছিল; তারা পরিশ্রমী ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের প্রাচুর্য দান করেছিলেন, এমনকি তাদের দক্ষতা এমন ছিল যে, তারা পাহাড়ে ঘর নির্মাণ করত। হযরত সালেহর উষ্ট্রী তাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ ছিল, কিন্তু তারা এর পায়ের শিরা কেটে দিয়েছিল। এজন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেন। পবিত্র কুরআনে এই জাতির নাম আসহাবুল হিজর উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআন শরীফে আল-হিজর নামের সূরাও রয়েছে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৯০]

এই সফরে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর উষ্ট্রী হারিয়ে যাবার ঘটনাও পাওয়া যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যখন মহানবী (সা.) তাবুক অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক স্থানে তাঁর (সা.) উষ্ট্রী কাসওয়া হারিয়ে যায়। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তা খুঁজতে বের হন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট হযরত উম্মারা বিন হাযমও ছিলেন, যিনি আকাবার বয়আতে অংশ নিয়েছিলেন এবং বদরী সাহাবী ছিলেন। হযরত উম্মারার তাঁবুতে যায়েদ বিন সালত ছিল, যে ইহুদী গোত্র বনু কায়নুকার সদস্য ছিল এবং ইহুদী ছিল; পরে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু মুসলমান এমনই ছিল যে, সে কপটতা প্রকাশ করেছিল, অর্থাৎ ঈমান পূর্ণরূপে দৃঢ় ছিল না। তাই এখানেও এভাবে এর প্র কাশ ঘটেছে যে, হযরত উম্মারা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন তখন যায়েদ তাঁবুর লোকদের বলে, মুহাম্মদ (সা.) কি এই দাবি করেন না যে, তিনি নবী এবং তিনি তোমাদেরকে উর্ধ্বলোকের সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন? কিন্তু অবস্থা হলো, তিনি নিজেই জানেন না- তাঁর উষ্ট্রী কোথায় গেছে! যায়েদ নিজের তাঁবুতে এই কথা বলছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উম্মারাকে বলেন; অর্থাৎ যখন তিনি তাঁর (সা.) নিকট উপস্থিত ছিলেন তখন বলেন, এক ব্যক্তি এই কথা বলেছে যে, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের বলে, সে নবী; এবং সে তোমাদেরকে উর্ধ্বলোকের সংবাদ অবহিত করছে বলে মনে করে। অথচ সে নিজেই জানে না, তার উষ্ট্রী কোথায় আছে! তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে বিষয়ের জ্ঞান দান করেন আমি তা ছাড়া আর কিছুই জানি না। অর্থাৎ অদৃশ্যের জ্ঞান তো আমি রাখি না। আল্লাহ্ তা'লা যা বলেন আমি তা-ই বলি। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে উষ্ট্রী সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন, তা অমুক উপত্যকায় আছে; আর তিনি একটি উপত্যকার দিকে ইঙ্গিত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এই মুনাফিকের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে (সা.) কাশফের মাধ্যমে জানিয়েও দেন যে, ওখানে অমুক স্থানে সেটি আছে, অথবা ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন। [তিনি (সা.) বলেন,] এর লাগাম একটি গাছের সাথে আটকে আছে। সুতরাং যাও এবং সেটিকে আমার কাছে নিয়ে আসো। তখন সাহাবীরা যান এবং সেটিকে নিয়ে আসেন। অতঃপর হযরত উম্মারা নিজের তাঁবুর দিকে যান এবং বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আজ একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। এইমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের এক ব্যক্তির কথা সম্পর্কে জানিয়েছেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) অবহিত করেছিলেন। হযরত উম্মারার তাঁবুর মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জানায়, আল্লাহ্‌র শপথ! যে কথা সম্পর্কে আপনি এইমাত্র বললেন যে, আল্লাহ্ তা'লা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জানিয়েছেন, যায়েদ আপনার আসার পূর্বে ঠিক এই কথাই বলেছিল; অর্থাৎ যে ব্যক্তি বসে আছে সে ঠিক এ কথাই বলেছে। এতে হযরত উম্মারা যায়েদের ঘাড় ধরে তার সঙ্গীদের বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! আমার তাঁবুতে একটি সাপ ছিল এবং আমি তাকে আমার তাঁবু থেকে বের করার বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। আর যায়েদকে সম্বোধন করে বলেন, ভবিষ্যতে আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। কিছু লোকের ধারণা হলো, যায়েদ পরবর্তীতে তওবা করেছেন; আর কারো কারো ধারণা হলো, সে এভাবেই দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল এবং এই অবস্থাতেই মারা যায়। (তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮)

এক রেওয়ায়েতে আছে, যে সাহাবী তাঁর (সা.) নির্দেশিত স্থান থেকে উষ্ট্রী খুঁজে এনেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত হারেস বিন খাযামা।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬০৩)

এই সফরে পাথেয় অর্থাৎ পানাহার সামগ্রীরও ঘাটতি দেখা গিয়েছিল।

হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে লোকেরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যদি আপনি আমাদের অনুমতি দেন তাহলে আমরা আমাদের পানি বহনকারী উট জবাই করে নিই এবং আমরা তা খাই ও এর চর্বি ব্যবহার করি। তিনি (সা.) বলেন, করো, কেননা ক্ষুধায় বেশ খারাপ অবস্থা। বর্ণনাকারী বলেন, এতে হযরত উমর (রা.) আসেন। অর্থাৎ তাকে যখন জানানো হয় তখন তিনি আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যদি আপনি এরূপ করেন তাহলে বাহন সংখ্যা কমে যাবে। হ্যাঁ, লোকদের কাছে রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট রসদ নিয়ে আসার নির্দেশ দিন এবং তারপর তাদের জন্য তাতে বরকতের দোয়া করুন। হতে পারে, আল্লাহ্ তা'লা তাতে বরকত দান করবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা.) একটি চামড়ার দস্তরখান আনিয়ে তা বিছিয়ে দেন আর এরপর সবার কাছে রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট রসদ অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রী আনান। কেউ মুঠো ভুট্টা আনল, কেউ মুঠো খেজুর, কেউ রুটির টুকরা প্রভৃতি নিয়ে আসল। এভাবে সেই দস্তরখানে কিছুটা খাদ্যদ্রব্য জমা হলো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেটির ওপর বরকতের দোয়া করেন। অতঃপর বলেন, তোমরা তোমাদের পাত্রে এখান থেকে তুলে নাও। তারা সেখান থেকে তাদের পাত্রে খাদ্য তুলে নেয়। এমনকি সৈন্যদের কোনো পাত্র পূর্ণ হতে বাকী থাকল না। অতঃপর সবাই আহার করল এবং পরিতৃপ্ত হলো আর কিছু খাদ্য উদ্বৃত্তও রয়ে গেল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রসূল। আর যে-ব্যক্তি কোনো সংশয়-সন্দেহ না রেখে এ দুটি সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হবে না। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান হাদীস-২৭৪৫)

এই সফরে বিভিন্ন ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। দুই ব্যক্তির লড়াইয়ের একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে অংশ নেই। আমার এক চাকর ছিল। সে এক ব্যক্তির সাথে লড়াই করে এবং তাদের দুইজনের মধ্যে একজন আরেকজনের হাতে কামড় দেয়। তিনি (রা.) বলেন, যার হাতে কামড় দেওয়া হয় সে তার হাত কামড়দাতার মুখ থেকে টেনে বের করতে গেলে তার সামনের দুটি দাঁতের মধ্য থেকে একটি দাঁত উপড়ে বেরিয়ে আসে। এত জোরে কামড়ে ধরেছিল যে বের হচ্ছিল না; জোরে টান দেবার ফলে যে কামড় দিয়েছিল আর যার মুখে হাত ছিল- তার দাঁত পড়ে যায়। যাইহোক, তারা দুইজন মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে। যার দাঁত ভেঙে গিয়েছিল সে ক্ষতিপূরণ দাবী করে বলে, এ ব্যক্তি আমার দাঁত ফেলে দিয়েছে, এজন্য আমাকে এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। তখন মহানবী (সা.) এ অভিযোগ নাকচ করে দেন। তিনি (সা.) বলেন, এটি অন্যায়। অর্থাৎ তাকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী বলেন নি। তিনি (সা.) বলেন, সে কি চিবিয়ে ফেলার

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম, যে তার পরিবারের কছে উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম।" (আবু দাউদ)।

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

জন্য তার হাত তোমার মুখে রেখে দেবে? যেন সেটি উটের মুখ, যা চিবিয়ে অভ্যস্ত। [অর্থাৎ যার হাত কামড়ানো হচ্ছিল সে যখন আত্মরক্ষার্থে নিজের হাত টান দেয়, তখন অপর ব্যক্তির দাঁত ভেঙে যায়। এজন্য এক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য হয় নি।]

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস--৪৪১৭) (সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুদ দিয়াত, হাদীষ-২৬৫৬)

সুতরাং ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্তও প্রকৃত পরিস্থিতি ও অবস্থাভেদে হয়ে থাকে। প্রকৃত ঘটনা যাচাই না করে অবাস্তব কোনো রক্তপণ আদায় করা হয় না।

অনুরূপভাবে এই সফরের আরো কিছু ঘটনাও রয়েছে। যেমন হযরত হুমাইদ সাঈদী বর্ণনা করেন, তাবুকের যুদ্ধে সফরকালে তিনি (সা.) যখন কুরা উপত্যকায় পৌঁছেন, সেখানে খেজুরের একটি বাগান ছিল। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের বলেন, অনুমান করো- কী পরিমাণ খেজুর হতে পারে! তখন সবাই অনুমান করে আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ও দশ ওয়াসাক অর্থাৎ প্রায় আঠারোশ কিলোগ্রাম বলে অনুমান করলেন। অর্থাৎ এ পরিমাণ খেজুর সেখান থেকে পাওয়া যাবে। আর সেই বাগানের মালিক ছিল এক নারী, যে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি (সা.) তাকে বলেন, যখন তুমি সেই বাগানের ফল পাড়বে তখন ওজন স্মরণ রেখো- কতটা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তাবুক থেকে ফেরার পথে যখন আমরা সেই বাগানের কাছে পৌঁছুলাম তখন সেই নারীকে জিজ্ঞেস করা হলো, কী পরিমাণ ফল পাওয়া গিয়েছিল? তখন সে ঠিক ঐ পরিমাণই বলে যতটা মহানবী (সা.) অনুমান করেছিলেন, অর্থাৎ দশ ওয়াসাক।

অনুরূপভাবে এই বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন তাবুকে আসি তখন তিনি (সা.) বলেন, সতর্ক থেকো! আজ রাতে তীব্র ঝড় হবে। কোনো ব্যক্তি যেন দাঁড়িয়ে না থাকে। আর যার সাথে উট রয়েছে সে যেন উটের হাঁটুও বেঁধে নেয়। আর যদি কাউকে প্রয়োজনে বাইরে যেতে হয়, সে যেন একা না যায়, বরং দুইজন মিলে যায়। বুঝা যাচ্ছে, মহানবী (সা.) তীব্র ঝড়ের আভাস পেয়েছিলেন। কিংবা হতে পারে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এ ব্যাপারে অবগত করেছিলেন। সাহাবীগণ বর্ণনা করেন, আদেশ পালনার্থে আমরা আমাদের উটগুলো বেঁধে ফেলি। অতঃপর সেই রাতে তীব্র ঝড় হয়। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল যাকে সেই ঝড় উড়িয়ে তাঈ গোত্রের পাহাড়ে নিয়ে ফেলে। আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, বনু সায়েদার দুই ব্যক্তি এই আদেশ পালন করে নি। একজন একাকী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হয়। আরেকজন তার উট খুঁজতে একা একা বের হয়ে যায়। যে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিল, সে খানাক রোগে আক্রান্ত হয় যা মূলতঃ গলদেশের এক ধরনের ব্যাধি। আর যে উটের খোঁজে বের হয়েছিল তাকে প্রচণ্ড ঝড় উড়িয়ে তাঈ গোত্রের দুই পাহাড়ের মাঝখানে নিয়ে নিক্ষেপ করে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৪৮১) (সহীহ মুসলিম, খণ্ড-১২, পৃ: ১৮৪) (আল লউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৯)

মহানবী (সা.) যখন এ বিষয়ে জানতে পারেন তখন বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সাথি ছাড়া একা কাউকে বাইরে বের হতে নিষেধ করি নি? তাদের মাঝে যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তার জন্য মহানবী (সা.) দোয়া করেন, ফলে সে সুস্থ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে (ঝড়) তাঈ গোত্রের পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে পরবত ীতে তাঈ গোত্রের লোকেরা মদীনায় তাঁর (সা.) নিকট পৌঁছে দেয়।

(তারিখুত তাবারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩) (ফিরোযুল লুগাত, পৃ: ৫৯৬)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, ধূলিঝড়ের পর সকালে যখন লোকেরা জাগ্রত হয় তখন তাদের কাছে পানি ছিল না। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে আবেদন করলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) দোয়া করেন যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা একখণ্ড মেঘ প্রেরণ করেন যা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হয় আর তারা নিজেদের মশক (পানির পাত্র) পূর্ণ করে নেন এবং নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন।

(আসসীরাতুন নববীয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮১৯)

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দোয়ার ফলে তাবুক সফরে নিদর্শনস্বরূপ বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার আরেকটি ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে বলা হয়, আপনি আমাদেরকে তাবুকের যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু বলুন। তিনি (রা.) আমরা এক স্থানে শিবির স্থাপন করি। সেখানে আমরা এতটা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ি যে, আমাদের অনুভব হচ্ছিল যেন আমাদের গলা ফেটে যাবে। এমনকি পরিস্থি তি এমন হয়ে যায় যে, কেউ পানির সন্ধানে গিয়ে যদি ফিরে না আসত তাহলে আমরা মনে করতাম, হয়ত সে মারা গেছে। কেউ কেউ উট জবাই করে এর পাকস্থলি থেকে পানি বের করে তা পান করত আর অবশিষ্ট অংশ নিজের পেটে সংরক্ষিত রেখে দিত। [পেট বলতে আমার মতে তার যে পানি রাখার পাত্র ছিল তা বুঝাচ্ছে, তাতে রেখে দিত।] হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ তা'লা আপনার দোয়ায় কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কী চাও- আমি এজন্য দোয়া করি? আমরা নিবেদন করি, হ্যাঁ। তখন মহানবী (সা.) দুই হাত উঁচু করে দোয়া করেন। তখনো তিনি তাঁর হাত নীচে নামান নি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং বৃষ্টি শুরু হয়। লোকেরা নিজেদের কাছে বিদ্যমান সমস্ত পাত্রে পানি ভর্তি করে নেন। এরপর আমরা বিষয়টি যাচাই করে দেখি যে, সৈন্যবাহিনীর অবস্থানস্থলের বাইরে অন্য কোথাও বৃষ্টি হয় নি।

(আল লউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৯০)

অনুরূপভাবে তাবুকের ঝরনায় পানি বৃদ্ধির নিদর্শনের উল্লেখও পাওয়া যায়।

হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধের বছর বের হয়েছিলাম। তিনি (সা.) নামায জমা করতেন। তিনি যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে আদায় করতেন। একদিন তিনি নামায পড়তে কিছুটা বিলম্ব করেন। এরপর বাইরে আসেন এবং যোহর ও আসরের নামায জমা করে আদায় করেন। এরপর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং মাগরিব ও ইশার নামায জমা করে আদায় করেন। অতঃপর হুযূর (সা.) বলেন, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ তোমরা তাবুকের ঝরনার কাছে পৌঁছাবে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পুরোপুরি উদয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেখানে পৌঁছবে না। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে-ই সেখানে পৌঁছাবে, আমি সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত এর পানি স্পর্শ করবে না। [সেখানে ঝরনা ছিল; তিনি (সা.) বলেন, যতক্ষণ আমি না আসব তোমরা সেই পানি একটুও সংগ্রহ করবে না।] বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা সেই ঝরনার কাছে পৌঁছালাম, কিন্তু আমাদের মাঝে দুই ব্যক্তি সেখানে পূর্বেই পৌঁছে যায় এবং ঝরনা থেকে কিছুটা পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের দুইজনকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এর পানি স্পর্শ করেছ? তারা উভয়ে বলেন, জি হ্যাঁ। এতে মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে ভর্ৎসনা করেন; যেমনটি আল্লাহ্ চেয়েছেন তাদেরকে বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকেরা তাদের অঞ্জলিতে করে সেই ঝরনা থেকে অল্প অল্প পানি নেয়। এভাবে একটি পাত্রে সামান্য পানি জমা হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) সেখানে নিজের দুহাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে নেন এবং সেই পানি ঝরনাধারায় ঢেলে দেন। ফলে সেই ঝরনা সবেগে প্রবাহিত হতে থাকে আর লোকেরা তৃপ্তির সাথে তৃষ্ণা নিবারণ করে নেয়। এরপর মহানবী (সা.) হযরত মু'আয (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মু'আয! তুমি যদি দীর্ঘায়ু লাভ করো তবে এই স্থানটিকে বাগানে সুশোভিত হতে দেখবে।(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীষ-৪২১৫)

মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যুরকানী এই হাদীসের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, এটি ছিল অদৃশ্যের সংবাদ যা পূর্ণ হয়েছে। আর মহানবী (সা.) যে বিশেষভাবে হযরত মু'আয (রা.)-র কথা বলেন- এতেও অদৃশ্যের কোনো সংবাদই ছিল। কেননা ঐশী তকদীরের অধীনে হযরত মু'আয (রা.) সেই অঞ্চলে অর্থাৎ সিরিয়া অভিমুখে এসেছিলেন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এতে বুঝা যায়, সম্ভবত ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.) জেনে গিয়েছিলেন, হযরত মু'আয এই স্থানটি দেখবেন আর সেই উপত্যকা বৃক্ষরাজি ও বাগানে সুশোভিত হয়ে যাবে।

ইবনে ওয়াযাহ অর্থাৎ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ওয়াযাহ, যার জন্ম ১১৯ হিজরী সনে আর মৃত্যু ২৮৭ হিজীর সনে, তিনি আন্দালুসিয়ার একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ছিলেন; তিনি বলেন, আমি এই ঝরনার আশেপাশের সমস্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। গাছগাছালির শ্যামলশোভা ও সতেজতা এমন ছিল যেন এই আবহ কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে এবং এভাবেই তিনি (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। (শারাহ যুরকানি, আলাল মাউতা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৬)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ঐ তা'মে ওলীমাহ (বিবাহ ভোজ) সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাতে শুধুমাত্র ধনীরাই আমন্ত্রিত হয় এবং দরিদ্রদের বাদ দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য, যে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।" (মুসলিম, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum,
From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সাবধান! দেহের মধ্যে একখন্ড মাংসপিন্ড আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সুস্থ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে এবং যখন তা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে রেখো! তা হচ্ছে হৃদয়।" (মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

মহানবী (সা.)-এর সীরাত অ্যাটলাসে তাবুকের এই ঝরনা সম্পর্কে বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাবুকের বিচার বিভাগের প্রধান শায়খ সালেহ বলেন, দুবছর পূর্ব পর্যন্ত পৌনে চৌদ্দশ বছর যাবৎ ঝরনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রবহমান ছিল। [তিনি যখন এই বিষয় বর্ণনা করেন, সে সময়কার কথা এটি;] পরবর্তীতে অপেক্ষাকৃত নীচু অঞ্চলে যখন নলকূপ স্থাপন করা হয় তখন সেই ঝরনার পানি নলকূপগুলোর দিকে সরে যায়। পানির প্রবাহ প্রায় ২৫টি নলকূপে বিভক্ত হবার পরে এই ঝরনাটি শুকিয়ে যায়। অতঃপর শায়খ সালেহ আমাদেরকে একটি নলকূপের দিকে নিয়ে যান যেখানে আমি লক্ষ করলাম, চার ইঞ্চি একটি পাইপ সংযুক্ত রয়েছে আর কোনো ধরনের মেশিনের সাহায্য ছাড়াই সেখান থেকে পানি সবেগে প্রবাহিত হচ্ছে। আমাদের জানানো হলো, অন্য নলকূপগুলোরও প্রায় একই অবস্থা। এটি মহানবী (সা.)-এর মু'জিযারই একটি বরকত- আজ তাবুকে এত প্রচুর পানি রয়েছে যে, মদীনা ও খায়বার ছাড়া অন্য কোথাও আমাদের এত পানি দেখার সুযোগ হয় নি। বরং প্রকৃত বিষয় হলো, তাবুকের পানি এ দুটি স্থানের চেয়েও পরিমাণে বেশি। এই পানিকে কাজে লাগিয়ে এখন তাবুকের সর্বত্র বাগান করা হচ্ছে আর মহানবী (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাবুক একটি বাগানবহুল স্থান এবং প্রতিনিয়ত বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

(এটলাস সীরাত নববী, প্রণেতা-ডক্টর শাউকি আবু খালিল, পৃ: ৪৩১)

তাবুকের যুদ্ধাভিযানে প্রহরার দায়িত্ব সম্পর্কেও লিখিত রয়েছে, তাবুকের যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.) বিশেষ নিরাপত্তার জন্য হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)-কে নিযুক্ত করেন। তিনি (রা.) তার সঙ্গীদের নিয়ে সেনাদলের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতেন। একদিন তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আমাদের পেছনে ভোর হওয়া পর্যন্ত তাকবীরের ধ্বনি শুনতে পাই। আপনি কি আমাদের মাঝে অন্য কাউকে সুরক্ষার জন্য টহল দেবার নির্দেশ দিয়েছেন? জবাবে তিনি (সা.) বলেন, আমি এমনটি করি নি। হয়ত কিছু মুসলমান স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালন করছে। তখন হযরত সিলকান বিন সালামা (রা.)- যিনি এ দায়িত্বে নিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর ভালোবাসায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কাজ করছিলেন- তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আমার দশজন অশ্বারোহী মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে বের হই এবং পাহারারত লোকদের পাহারা দিই। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) দোয়া করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে পাহারারতদের যারা পাহারা দেয়- তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। তোমরা যে-সব মানুষ বা পশুর নিরাপত্তা বিধান করেছ তাদের মাঝ থেকে প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণীর বদলে তোমরা এক একটি কীরাত পরিমাণ পুরস্কার পাবে। এক কীরাত প্রায় দুই গ্রামে ওজন হয় স্বর্ণ ইত্যাদির হিসাবে।(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৩)

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, তাবুকের অভিযানের সময় লোকেদের অবস্থা এমন ছিল যে, প্রতিটি বিরতির সময় কিছু লোক পেছনে পড়ে যেত। সাহাবীরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নিবেদন জানাতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আজ অমুক ব্যক্তি পেছনে রয়ে গেছে। তখন তিনি (সা.) বলতেন, তোমরা তার কথা বাদ দাও। তার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকে, আল্লাহ্ তাকে তোমাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন; আর যদি অন্য কোনো বিষয় থাকে, তবে আল্লাহ্ তার কাছ থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন। ইত্যবসরে কেউ এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! হযরত আবু যার (রা.) পেছনে রয়ে গেছেন, তার উট দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। যদি তার মধ্যে কল্যাণ থাকে, আল্লাহ্ তাকে তোমাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন; আর যদি তা না হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে তার থেকে মুক্তি দেবেন। তার অবস্থা এমন ছিল যে, তার উট তাকে অনেক বিরক্ত করছিল, সেটির গতি একেবারেই কমে যায় ও সেটি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তিনি উট থেকে নেমে যান এবং নিজের মালপত্র কোমরে বেঁধে নেন এবং হেঁটে হেঁটে মহানবী (সা.) -এর পেছনে চলতে থাকেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর মহানবী (সা.) এক স্থানে বিরতি নেন। তখন মুসলমানদের একজন দূর থেকে দেখে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! একজন মানুষ একা একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। তিনি (সা.) বলেন, 'কুন আবা যাররিন' অর্থাৎ, সে যেন আবু যার হয়! তারপর লোকেরা ভালোভাবে তাকিয়ে দেখে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র কসম, এ তো আবু যারই! তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আবু যারের প্রতি রহম করুন! সে একাই পথ চলে এবং একাই মারা যাবে আর তাকে একাই ওঠানো হবে।

(আসসীরাতুন নববীয়াহ, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮১৯-৮২০)

মহানবী (সা.) হযরত আবু যারের বিষয়ে একা থাকার যে ভবিষ্যদ্বাণীটি করেন, তা হযরত উসমান (রা.)-র খিলাফতকালে হুবহু পূর্ণতা লাভ করেছিল, যখন হযরত আবু যার (রা.) সপরিবারে মদীনার বাইরে রাবাযা নামক স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। রাবাযা হলো মদীনা থেকে প্রায় তিন দিনের পথ, অর্থাৎ প্রায় ৯৬ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। সেখানে তার সঙ্গে কেবল তার স্ত্রী, সন্তান ও এক দাস ছিল। তখন ঐ স্থানে অন্য কোনো জনবসতি ছিল না। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তার স্ত্রী একাকীত্বের ফলে বিচলিত হয়ে পড়েন; কাফন ইত্যাদির ব্যবস্থাও ছিল না, যার ফলে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। তখন হযরত আবু যার (রা.) বলেন, কেঁদো না! আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি জনমানবহীন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে এবং মু'মিনদের এক দল তার জানাযায় উপস্থিত হবে। তিনি তার স্ত্রীকে আরো বলেন, মহানবী (সা.) একথা বলার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সবাই এখন মৃত, আর তাদের কেউই জনমানবহীন মরুভূমিতে মারা যায় নি। শুধু আমিই সেই ব্যক্তি। তাই ভয় পেয়ো না। আমি যখন মারা যাব, আমার মৃতদেহ গোসল দিয়ে মদীনায় যাবার পথে শুইয়ে রেখো। তার স্ত্রী তেমনটিই করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, সেখান দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) তার সঙ্গীদের নিয়ে যাচ্ছেন। তারা ইরাক থেকে উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তারা যখন জানতে পারেন- এটি আবু যার (রা.)-র জানাযা, তখন তাদের চোখ অশ্রুসজল হয় এবং তারা কেঁদে কেঁদে বলেন, মহানবী (সা.) সত্য বলেছেন- আবু যার একাই পথ চলে, একাই মারা যাবে। এরপর তিনি সঙ্গীদের নিয়ে তার জানাযা পড়েন এবং তাকে সেখানেই দাফন করেন। অতঃপর নিজ সাথিদেরকে তাবুকের যুদ্ধের সময় আবু যার (রা.) সম্পর্কিত পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন, কীভাবে মহানবী (সা.)-এর কথা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৭০) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯০-১৯১) (ইনসাবুল আশারফ লিল বিলাযিরি, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৩) (আল লউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৩) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৭-৪৮৮] (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১৩০)

হযরত ওয়াসেলা বিন আসকা (রা.)-র সৈন্যবাহিনীর সাথে যুক্ত হবার ঘটনাও রয়েছে। তিনি তাবুক যুদ্ধাভিযানের কিছুদিন পূর্বে মদীনায় এসে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি মদীনায় অবস্থানকালেই রসূলে করীম (সা.) তাবুক যুদ্ধাভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।

(উসদুল গাবাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৯) (আললউল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৫৩২)

হযরত ওয়াসেলা বিন আসকা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (সা.) তাবুক যুদ্ধাভিযানের জন্য আহ্বান জানান। আমি আমার নিজ ঘরে ফেরত যাই; কিন্তু সেখান থেকে ফেরত এসে দেখি, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ পূর্বেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। তখন আমি শহরে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুরু করি, এমন কেউ কি আছে যে তার সাথে একজন ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে পারবে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে যা পাওয়া যাবে তা বিনিময়ে নিয়ে নেবে? তখন এক বৃদ্ধ আনসারী বলেন, ঠিক আছে, তাহলে আমি তার অংশ নিয়ে নেব এবং আমার সাথে আরোহণ করাবো ও আমার সাথে পানাহার করাবো। আমি বলি, এই শর্ত আমি মেনে নিচ্ছি; আমিই হচ্ছি সেই ব্যক্তি। তখন সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি বলে, তাহলে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে যাত্রা করো। হযরত ওয়াসেলা (রা.) বলেন, আমি অনেক উত্তম সঙ্গীর সঙ্গে রওয়ানা হই, এমনকি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদও দান করেন। আমার অংশে কিছু দ্রুতগামী উষ্ট্রী আসে। আমি সেগুলোকে হাঁকিয়ে আমার সাথির নিকট নিয়ে আসি। তিনি বের হয়ে আসেন এবং নিজের উটের পিঠে উল্টো হয়ে বসেন ও বলেন, এগুলোকে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে চালাও; এরপর বলেন, এগুলোকে আমার দিকে মুখ করে চালাও। অতঃপর

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"সর্বোত্তম যিক্‌র হল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য (মা'বুদ) নেই "এবং সর্বোত্তম দোয়া হল আলহামদুলিল্লাহ্" অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার। (তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত)।

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা খেজুরের একটি টুকরা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দান করে হলেও আগুন হতে বাঁচ।" (বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত)।

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (S)

বলেন, আমার কাছে তোমার উষ্ট্রীগুলো অনেক উন্নতমানের মনে হচ্ছে। আমি বলি, এগুলো তো আপনার সম্পদ যা প্রদানের শর্তে আমি রাজি হয়েছিলাম। তিনি বলেন, হে ভাতিজা! এগুলো তোমার অংশ, তাই তোমার কাছেই রাখো। আমার উদ্দেশ্য তো এগুলোর অংশ নেওয়া ছিল না।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৬৭৬)

যাইহোক, এই বাহানায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে।

অনুরূপভাবে হযরত আবু খায়সামা (রা.)-র সৈন্যবাহিনীর সাথে যুক্ত হবার ঘটনাও রয়েছে। রসূলে করীম (সা.)-এর সেই কাফেলা থেকে পেছনে থেকে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন সাহাবী হযরত আবু খায়সামা (রা.)-ও ছিলেন। জানা যায়, তিনি সে সময় মদীনায় ছিলেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তাবুক যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কিছুদিন পর তিনি (রা.) প্রচণ্ড এক গরমের দিনে মদীনায় নিজ বাড়িতে ফেরত আসেন। তিনি দেখতে পান, তার উভয় স্ত্রীই বাগানে নিজ নিজ কুটিরে পানি ছিটিয়ে রেখেছে, তার জন্য ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা করে রেয়েছে এবং তার জন্য খাবারও প্রস্তুত করে রেখেছে।

হযরত আবু খায়সামা যখন কুটিরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান এবং তার জন্য তার স্ত্রীরা যে-সব আয়োজন করেছেন সেগুলো দেখেন তখন বলে ওঠেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কড়া রোদে, প্রচণ্ড গরমে এবং লু হাওয়ার মধ্যে সফর করছেন আর আবু খায়সামা শীতল ছায়ায়, সুস্বাদু খাবার, সুন্দরী স্ত্রী এবং নিজ ধনসম্পদের মধ্যে অবস্থান করবে? এটি কোনোক্রমেই ন্যায়বিচার হতে পারে না! এরপর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের কারো কাছেই ততক্ষণ পর্যন্ত আসব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত না হই।

সুতরাং তোমরা দুইজনই আমার জন্য সফরের সামগ্রী প্রস্তুত করো। অতএব তারা উভয়েই এমনটি করে। এরপর আবু খায়সামা উটের ওপর আরোহণ করেন এবং রসূলে করীম (সা.)-এর পেছনে রওয়ানা হন। আর একদিন দুপুরবেলা প্রচণ্ড গরম ও দাবদাহের মধ্যেই মহানবী (সা.) দূর মরুভূমি থেকে একজন আরোহীকে আসতে দেখেন। ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী, মহানবী (সা.) তাবুকে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, কুন আবা খায়সামা- সে যেন আবু খায়সামা হয়! যখন তিনি নিকটে আসেন তখন সাহাবীরা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র কসম, সে তো আবু খায়সামা আনসারীই বটে! তিনি (রা.) তার উটকে বসিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং সালাম নিবেদন করেন। রসূলে করীম (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আবু খায়সামা! তুমি কেন পেছনে থেকে গিয়েছিলে? তখন তিনি (রা.) রসূলে করীম (সা.)-কে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। এতে তিনি (সা.) তার মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন।

(আসসীরাতুন নববীয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮১৭-৮১৮) (উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন, " ইতিহাসে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) যখন তাবুক অভিমুখে রওয়ানা হন তখন কিছু সাহাবী পেছনে রয়ে যান। তাদের একজন ছিলেন হযরত আবু খায়সামা (রা.)। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। পেছনে থেকে যাবার কোনো চিন্তা তার (রা.) মনে ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য যখন নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তিনি (রা.) বাড়িতে ছিলেন না। ঘরে ফিরে এসে দেখেন, তার (রা.) স্ত্রী তার অপেক্ষায় বসে আছেন যেন তিনি কিছু বলতে চাচ্ছেন। তিনি (রা.) তার স্ত্রীর ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কি রওয়ানা হয়ে গেছেন? তার স্ত্রী বলেন, আগে বসুন। তিনি (রা.) তখন উত্তরে বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন, আর আমি ঘরে বসে আরাম করব? আবু খায়সামার পক্ষে তা করা অসম্ভব! তিনি (রা.) সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়া প্রস্তুত করেন এবং তাতে আরোহণ করে সেই পথ ধরে রওয়ানা হন [যে পথে মহানবী (সা.) গিয়েছিলেন]।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখানে ঘোড়ার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রথম বর্ণনায় বা কতক স্থানে উটের উল্লেখ আছে। হতে পারে, ভুলবশত ঘোড়ার উল্লেখ এসেছে; কিংবা হতে পারে, উভয় প্রকার রেওয়ায়েতই রয়েছে। যাহোক, বাহন ছিল, যাতে চড়ে তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন। তিনি সে পথে চলতে থাকেন যে পথ ধরে মহানবী (সা.) গিয়েছিলেন। অবশেষে দীর্ঘ ও কষ্টকর সফর শেষে বহু পথ পাড়ি দিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। যখন তিনি সৈন্যদলের নিকট পৌঁছান তখন কিছু সাহাবী দূর থেকে উড়ন্ত ধুলা দেখতে পেয়ে অনুমান করতে থাকেন, এটি কে আসছে? তখন মহানবী (সা.) বলেন, কুন আবা খায়সামা অর্থাৎ আবু খায়সামা যেন হয়! এই বাক্যের অর্থ এমনটি তো হতে পারে না যে, যে-ই আসুক না কেন- সে যেন আবু খায়সামা হয়ে যায়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, আগন্তুক যেন আবু খায়সামা হয়। "

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৮-১৬৯)

'কুন' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অপর এক স্থানে লেখেন; প্রথম উদ্ধৃতিটি তফসীরে কবীরের আয়াতের ব্যাখ্যা ছিল, এখানেও তফসীর থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) 'কুন' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন, "স্মরণ রাখা দরকার, কুন শব্দটি আরবী ভাষায় কাউকে নির্দেশ দেওয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো কেবল ইচ্ছা প্রকাশের জন্যও ব্যবহার করা হয়। মহানবী (সা.) যখন সিরিয়া অভিমুখে সেনাভিযান পরিচালনা করেন তখন আবু খায়সামা (রা.) নামক একজন সাহাবী ছিলেন যার প্রতি মহানবী (সা.)-এর অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তিনি (সা.) তাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি (সা.) জানতেন, এই ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে পারেন না। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে শহর থেকে কিছু দূরে পৌঁছান এবং নিজ সাহাবীদের অবস্থার খোঁজ নেন তখন তিনি (সা.) আবু খায়সামা (রা.)-কে অনুপস্থিত পান। মহানবী (সা.) তখন খুবই ব্যথিত হয়ে বলেন, তার ব্যাপারে আমি এতটা সুধারণা পোষণ করতাম, অথচ সে এই জিহাদ থেকে পেছনে রয়ে গেল! তিনি (সা.) যখন চলতে আরম্ভ করেন তখন কেউ একজন মহানবী (সা.)-কে বলেন, হুযূর! কেউ একজন পেছন দিক থেকে আসছে। তিনি (সা.) সেদিকে তাকান এবং বলেন, 'কুন আবা খায়সামা'। যখন ধুলা সরে গিয়ে আগন্তুক নিকটবর্তী হলেন তখন সবাই দেখল, তিনি আবু খায়সামাই বটে। মহানবী (সা.) তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, তিনি এত দ্রুত তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। 'কুন আবা খায়সামা' কথার অর্থ এটি ছিল না যে, আসছিল অন্য কোনো ব্যক্তি, কিন্তু মহানবী (সা.) বলেছেন, সে যেন আবু খায়সামা হয়ে যায়। বরং 'কুন আবা খায়সামা' কথার অর্থ ছিল, আল্লাহ্ করুন যেন আগমনকারী আবু খায়সামাই হয়। আরবী ভাষার এটি একটি বাগ্‌ধারা, কখনো কখনো ইচ্ছা প্রকাশের জন্য 'কুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যে আয়াতের তফসীর তিনি (রা.) করেছেন, তা আমি এখানে পড়ি নি। তবে 'কুন' শব্দের ব্যাখ্যা আমি করে দিলাম। বাকি অংশ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

রাবওয়ার মসজিদে হামলার ঘটনায় যারা আহত হয়েছিলেন তাদের জন্য দোয়া করুন, যারা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদেরকে যেন আল্লাহ্ তা'লা নিজ নিরাপত্তায় রাখেন এবং তাদের দ্রুত পূর্ণ আরোগ্য দান করেন, পাকিস্তানে বিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ও বিফল করুন। আজও রাবওয়াতে খতমে নবুওয়তের নামে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং মৌলবীরা যে-সব নোংরা ও অশালীন কথা বলার তা বলছে। বলে সেরেছে হয়ত, এতক্ষণে তাদের জলসা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অনিষ্ট থেকে সকলকে নিরাপদ রাখুন।

একইভাবে বাংলাদেশের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সেখানেও বিরোধীদের বড়ো ধরনের দুরভিসন্ধি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সেখানেও সকল আহমদীকে সুরক্ষা করুন।

ফিলিস্তিনীদের জন্যও দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি রহম করুন এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদের মুক্তি দান করুন। যে যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয়- তা তো কেবল নামসর্বস্ব। গত দুই দিনে যে-সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে- এটি নামসর্বস্ব যুদ্ধবিরতি ছিল। আল্লাহ্ তা'লা এসব নিপীড়িত মানুষদেরকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন এবং অত্যাচারীদের ধৃত করুন। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টার ন্যাশনাল, ২১ শে নভেম্বর, ২০২৫)

❁****❁****❁****❁

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা সর্বাবস্থায় সহজ পদ্ধতি সৃষ্টি কর, জটিলতার সৃষ্টি করো না। তোমরা সুসংবাদ দান কর, কিন্তু ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।"

(মুসিলম, কিতাবুল জিহাদ)।

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar Mandal
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত রসূল করীম (সা.)বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য হজ করে এবং অশ্লীল কথা না বলে এবং কোন ঝগড়া-বিবাদ না-করে, তাহলে সে ঐ দিনের মত প্রত্যাবর্তন করবে, যেদিন তাকে তার মাতা প্রসব করেছিলেন (অর্থাৎ, নিষ্পাপ হয়ে যাওয়া অবস্থায়)।" (মুসলিম, কিতাবুল মানাসিক)।

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

নিকাহ ও বিবাহ এমন এক আনন্দঘন অনুষ্ঠান, যা সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর জন্য আনন্দ ও সুখের বার্তা বয়ে আনে। কিন্তু যেসব আয়াত তেলাওয়াত করা হয়েছে এবং যে বিধানসমূহ আল্লাহ তাআলা বিবাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ করেছেন, তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, যদি ঐশী নির্দেশনাগুলো অনুসরণ না করা হয়, তবে এই আনন্দের মুহূর্তই দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে উঠতে পারে- উভয় পরিবারের জন্যই, বর-কনের জন্যও।

যখনই আমাকে কোনো নিকাহ ঘোষণা করার অনুরোধ করা হয়, বর্তমান বৈবাহিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে এক ধরনের চিন্তা জাগে- বিশেষত কনের প্রতি। আমি প্রার্থনা করি, যে ঘরে সে প্রবেশ করছে, সেটি যেন তাকে স্নেহ, সৌজন্য ও মর্যাদার সঙ্গে বরণ করে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় কানাডা সরকারের প্রচেষ্টাকে আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করি এবং বিশ্বব্যাপী এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব। আমরা যা প্রচার করি, তা-ই আমরা নিজেরা বাস্তবে পালন করি। এবং আমরা ইতোমধ্যেই এর বাস্তব প্রমাণ দিয়েছি-যখন "Office for Religious Freedom"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের আহমদীয়া সদর দপ্তর পিস ভিলেজ, অন্টারিও-তে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন যে, সমস্ত মসজিদ তাঁরই জন্য- অর্থাৎ, এগুলো আল্লাহ্রই সম্পত্তি। যদিও মানুষের হাতে এগুলো নির্মিত হয়, তথাপি প্রকৃত অর্থে কোনো মসজিদ তখনই "আল্লাহ্র ঘর" হিসেবে গণ্য হয়, যখন তা কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় এবং সর্বদা উন্মুক্ত থাকে তাদের জন্য- যারা শান্তি কামনা করে ও মহান সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করতে চায়।

এই নীতিটি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের প্রিয় প্রভু, মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবনে।

একজন সত্যিকারের মুসলমানের পক্ষে অন্যায়ে অংশগ্রহণ করা বা বিভেদ সৃষ্টি করা কখনোই সম্ভব নয়। তদ্রুপ, একজন প্রকৃত মুসলমান কখনোই আল্লাহ্র গৃহ তথা মসজিদকে সন্ত্রাস বা ঘৃণার কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করতে পারে না।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)-এর প্রতিবেদন

অস্ট্রেলিয়ার সালানা জলসায় হুযুর আনোয়ারের সমাপ্তি ভাষণ

তাশাহহুদ, তা'উয, তসমিয়াহ এবং সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়ের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)-বর্ণনা করেন:

"এই মুহূর্তে, আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি সেই বিষয়বস্তু দিয়েই, যা আমাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয়েছে। এর পূর্ণ তফসির এবং বিশদ আলোচনা এখানে উপস্থাপন করা হবে না; তবে সারসংক্ষেপরূপে আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব।

প্রথমত, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন যে একজন প্রকৃত মুমিন নিখুঁত আনুগত্য প্রদর্শন করে। যখনই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, প্রকৃত মুমিন কেবল এই বাক্যে সাড়া দেয়: 'আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম।' আল্লাহ বলেন-যখন তোমাদের প্রতিক্রিয়া এ রকম হয়, তোমাদের উত্তর এ রকম হয়, তখন জেনে রাখো, তোমরা তোমাদের লক্ষ্য অর্জন করে ফেললে। আর সেই লক্ষ্য কী? আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

"আরও বলা হয়েছে, এই ঘোষণা- 'আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম'- ভীতি থেকে উদ্ভূত হওয়া উচিত নয়; বরং তা হওয়া উচিত তাকওয়ার (ধর্মপরায়ণতা) প্রকাশ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে মানুষকে আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। এই আনুগত্য যেন পরিবার, আত্মীয়স্বজন বা পার্থিব স্বার্থের জন্য না হয়; এমনকি যেখানে নিজের স্বার্থ আছে কেবল সেখানেই যেন আনুগত্য প্রদর্শন না করা হয়। আল্লাহ অন্তর্যামী, তিনি আশ্বাস দেন যে আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং সাফল্য দান করবেন। আবার তোমরা মুখে যেন এই দাবি না করো যে, 'আমাদের আদেশ করা হলে আমরা এ কাজ করব বা ও কাজ করব', কিংবা জামাতের স্বার্থে প্রতিটি ত্যাগ স্বীকারের বড়াই করো না। সময় এলে যেন তোমরা অজুহাত দিতে শুরু না করো। আল্লাহ তোমাদের প্রতিটি কাজের বিষয়ে অবগত আছেন; অতএব নিজেদের কথাকে নিজেদের কাজে রূপান্তরিত করো। আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করা সম্ভব নয়।

"এরপর আল্লাহ বলেন, আল্লাহ কিংবা তাঁর রসূল তোমাদের ঘোষণার মুখাপেক্ষী নন; বরং যখন সময় আসে, তখন প্রমাণ করো যে কোনো ত্যাগ থেকে তোমরা পিছিয়ে যাও না। এরপর তিনি বলেন যে স্মরণ রাখতে হবে-রসূলের কাজ কেবল আল্লাহর বিধানসমূহ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের উপদেশ দেওয়া। মানুষ যদি সে অনুযায়ী কাজ না করে, তবে তার জন্য রসুল দায়ী নন। আল্লাহ বলেন-যদি তোমরা শোনো না এবং উপদেশ অনুযায়ী কাজ না করো, তবে এর বোঝা তোমাদের ওপরই পড়বে, রসূলের ওপর নয়। কিন্তু যদি তোমরা শোনো এবং মান্য করো, তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং আল্লাহ তাআলার বরকতের অধিকারী হবে। আর সেই বরকত কী? তিনি বলেন- তোমরা এক সুতোয় বিন্যস্ত হবে; তোমাদের ঈমান শক্তিশালী হবে এবং খিলাফতের বরকতসমূহ তোমরা অর্জন করবে।

"আল্লাহ আরও বলেন, তিনি তোমাদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন সেই ধর্মের ওপর, যা তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন। আর সেই ধর্ম কোনটি? পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেন-তা হলো ইসলাম। সুতরাং যারা খিলাফতের সঙ্গে অটুট সম্পর্ক রাখবে, তারাই হবে প্রকৃত মুসলমান, কারণ ইসলামের মৌলিক সত্তা ও রূহ নিহিত আছে ঐক্য ও একত্বে।

"এরপর তিনি বলেন-তোমরা যখন এক ঐক্যবদ্ধ সত্তায় পরিণত হবে, তখন তোমাদের স্থিতিশীলতা এবং শক্তি প্রদান করা হবে। জামাত হিসেবে তোমাদের সম্মিলিত শক্তি, ঐক্য ও সংহতি এক প্রকার ক্ষমতার বিকাশস্থল হয়ে উঠবে এবং তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

"আল্লাহ আরও বলেন-ভয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও আল্লাহ খিলাফতের মাধ্যমে তোমাদের জন্য প্রশান্তির উপায় সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের ভয়কে শান্তিতে রূপান্তরিত করবেন।

"অতএব, খিলাফতের বরকতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকো, যাতে তোমরা আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনের নিদর্শনসমূহ অব্যাহতভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারো। এই বরকত তাদের জন্য, যারা সত্যিকার ইবাদতকারী- যারা সালাত ও ইবাদতে মনোযোগ প্রদান করে।

"সুতরাং ইবাদতের হক আদায় এবং এই বরকতের যোগ্য হওয়ার জন্য সালাতের প্রতি বিশেষ যত্ন দাও। সালাত কায়েম করো, সময়মতো আদায় করো, জামাতে আদায় করো এবং আল্লাহর ভয়-ভক্তি নিয়ে আদায় করো।

"ইবাদতের মানোন্নয়নের পাশাপাশি আর্থিক ত্যাগের প্রতিও মনোযোগ দাও, যাতে ইসলামের প্রচার-প্রসার অব্যাহত থাকে এবং হক্কুল ইবাদ আদায় হয়। শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে-এই কর্মসমূহ এবং আর্থিক ত্যাগ তখনই ফলপ্রসূ হবে, যখন তোমরা নবীর আনুগত্য এবং পরবর্তীকালে খিলাফতের আনুগত্য

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হয় তখন তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ দান কর। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় তখন তাদের এই ব্যাপারে শাসন কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)।

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

প্রদর্শন করবে। পবিত্র নবী (সা.) বলেছেন-'আমার আমীরের প্রতি আনুগত্য আমার প্রতি আনুগত্য; আর আমার প্রতি আনুগত্য আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য।'

"অতএব, যখন আমরা এই আয়াত এবং পবিত্র নবী (সা.)-এর বাণী বিবেচনা করি, তখন খিলাফতের আনুগত্য নবীর আনুগত্যের মতোই অপরিহার্য হয়ে যায়। আর এটিই আল্লাহ তাআলার বরকত প্রাপ্তির মাধ্যম। যদি আনুগত্যের রূহ ধারণ করো, তাহলে দুনিয়াবি দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতিশ্রুতিসমূহ তোমাদের বিজয়ের দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আনুগত্য ব্যতীত, এবং একজন সত্যিকার খলিফা ছাড়া-যাকে মান্য করতেই হবে-মাত্র সংখ্যা দিয়ে কখনো বিজয় অর্জিত হয় না। বিশেষত যখন বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পর্কিত, তখন প্রকৃত আনুগত্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বরকত এবং খিলাফতের অনুগ্রহের অধিকারী করে। সুতরাং এ বিষয় সর্বদা সামনে রাখতে হবে-কারণ এই আয়াতেই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিহিত, যা 'আয়াতুল খিলাফাহ' নামে পরিচিত। ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করলে স্পষ্ট হয় যে আজ পৃথিবীর বুকে আহমদিয়া জামাত ছাড়া এমন আর কোনো সম্প্রদায় নেই, যারা এভাবে আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থার অধীনে সংগঠিত, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান মান্যকারী, এবং খিলাফতের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। আর এটি নিজেই আহমদিয়া জামাতের সত্যতার এক শক্তিশালী প্রমাণ এবং খিলাফতের ওপর আল্লাহর সাহায্যের সাক্ষ্য-যে অন্য মুসলিম গোষ্ঠীর তুলনায় সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও আহমদিয়া জামাত ইসলামের সুন্দর শিক্ষা প্রচার করছে, এবং এ প্রচারের ফলে তাদের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে।

"আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় যে আমরা জিহাদে অংশগ্রহণ করি না। অথচ যুগের প্রয়োজনে প্রকৃত জিহাদ যে জামাত সম্পাদন করছে, তা হলো আহমদিয়া মুসলিম জামাত। আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠ কর্ম সম্পাদনকারীদের জন্য খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর 'সালেহ আমল'-এর অর্থ হলো-সময় ও পরিবেশের দাবি অনুযায়ী যথোপযুক্ত কর্ম সম্পাদন করা। এই যুগে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর আবির্ভাবের পর তরবারির জিহাদ সমাপ্ত হয়েছে; বর্তমানে জিহাদ হলো কলমের জিহাদ-মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বার্তা বিশ্বে পৌঁছে দেওয়া, যা এই সময়ের অপরিহার্য প্রয়োজন।

"আল্লাহ তাআলা এই আয়াতসমূহে বারবার আনুগত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন; এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে সালাত, যাকাত এবং রাসূলের প্রতি আনুগত্য-এই তিনটির মাধ্যমেই তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত লাভ সম্ভব। পবিত্র নবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে, তখন তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত প্রদর্শিত হয় এবং দীর্ঘ অন্ধকার যুগের পর খিলাফতের ব্যবস্থা প্রতিশ্রুত মসীহ ও হাদী-যিনি খলিফাদের সীলমোহরও-এর মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

"অতএব, খলিফাদের এই সীলমোহরের দায়িত্ব ছিল-প্রকৃত আনুগত্য কী, প্রকৃত জিহাদ কী এবং তা কীভাবে সম্পাদিত হবে-তা বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠা করা। সিঙ্গাপুরে কিছু শিক্ষিত অ-আহমদী ইন্দোনেশীয়-প্রফেসর, চিকিৎসক, সাংবাদিকগণ-উপস্থিত ছিলেন। তারা বললেন: 'আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, আপনারা জিহাদে বিশ্বাস করেন না।' আমি বললাম: 'না, আমরা জিহাদে বিশ্বাস করি। আমরা জিহাদের বিরোধী নই। বরং, এই যুগের দাবি অনুযায়ী এর রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে কোনো সরকার বা সংগঠন ইসলামকে ধর্মরূপে আক্রমণ করছে না। যা কিছু বিরোধ চলছে, তা কেবল রাজনৈতিক; ধর্মীয় আক্রমণ নয়। ইসলাম যদি আক্রমণের শিকার হয়, তবে তা তরবারি দিয়ে নয়-বরং সংবাদমাধ্যম, প্রচার ও বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের মাধ্যমে। সুতরাং আজ আমাদের দায়িত্ব হলো-যে অস্ত্র দিয়ে আমাদের আক্রমণ করা হচ্ছে, সেই অস্ত্র দিয়েই জবাব প্রদান করা। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর শিক্ষাই এটি-এই যুগে কলমই তরবারির কাজ করবে। এটাই জিহাদের আধুনিক অস্ত্র, যার মাধ্যমে, ইনশাআল্লাহ, এই যুগে ইসলাম উন্নতি লাভ করবে।'

"জামাতের এই ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রতি আনুগত্যেরই ফল। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। এবং সৎপ্রকৃতির বহু মুসলমান সত্য উপলব্ধি করে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) প্রদত্ত সত্য ইসলামের পতাকাতলে আসছেন-যে ইসলাম পবিত্র নবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং নিজে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এটাই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা। অপর মুসলমানরা সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও-ইসলামের সেবা বা প্রচারে মনোনিবেশ করেন না; তারা শুধু 'জিহাদ, জিহাদ' বলে শোরগোল তোলে। অথচ জিহাদ হত্যা বা রক্তপাত নয়; জিহাদ হলো ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং বিশ্বকে তার সৌন্দর্যমণ্ডিত শিক্ষা তুলে ধরা। কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা নীরব থাকে; তারা বলে জিহাদ হওয়া উচিত, অথচ নিজেরা তা করে না। আবার আরেক দল জিহাদের নামে নৃশংসতা চালায়, বিশ্বশান্তি নষ্ট করে এবং ইসলামের প্রতি কলঙ্ক আরোপ করে। এমন লোকেরা বিশ্বসমাজে নিতান্তই ঘৃণার পাত্র; তাদের কর্মকাণ্ডের পর তারা সম্মান তো লাভ করে-ই না, বরং চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়। কিন্তু আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল জামাতের মর্যাদা নয়-বরং ইসলামের বার্তার প্রসার, যার শিক্ষাগুলো ক্রমেই অধিক দীপ্তিতে দ্যুতিময় হয়ে জগতের আকর্ষণ করছে।

"আহমদিয়া মুসলিম জামাত বহু ভাষায় পবিত্র কুরআন প্রকাশ করছে। ইসলামের পক্ষে বিপুল সাহিত্য রচিত হচ্ছে, এবং আপত্তির যথাযথ প্রতিক্রিয়া প্রদান করা হচ্ছে। আজ এই কাজ কেবল আহমদিয়া মুসলিম জামাতই করছে। আমাদের প্রচারের প্রধানতম মাধ্যম হলো এমটিএ, যা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা বহু ভাষায় ইসলাম ও আহমদিয়্যাতের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে, এবং বিশ্ব এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এমনকি মুসলমানরাও এমটিএ-এর মাধ্যমে ইসলামের সত্য শিক্ষা জানতে পারছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অন্য মুসলমানরা মাথা নত করে থাকে, কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনার জবাব দিতে তারা অক্ষম। কিন্তু এমটিএ বহু মানুষের ঘরে পৌঁছানোর পর, তারা লিখছে যে এখন তারা মাথা উঁচু করে চলতে পারে। আমি কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি; তাদের মধ্যে কেউ এখনও আহমদী হননি, তবু সত্যকে উপলব্ধি করে প্রশংসা করেছেন; আর কেউ শুনে আহমদিয়্যাত গ্রহণ করেছেন।

হুজূর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামাআতের আর্থিক পরিকল্পনাগুলোর মাধ্যমে দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সেবায় অসংখ্য প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রচার-প্রসারের কাজও আর্থিক সহায়তা ব্যতীত সম্ভব নয়। শান্তিপূর্ণ জিহাদের-অর্থাৎ প্রচার ও দাওয়াতের কাজে মুবাল্লিগ প্রয়োজন; বিভিন্ন দেশে নতুন মিশনের জন্য ভবন প্রয়োজন; পুরনো কেন্দ্রসমূহের সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণেরও প্রয়োজন রয়েছে; বহু স্থানে নতুন মসজিদ নির্মিত হচ্ছে এবং আরও বহু নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে; এই সকল কাজ আর্থিক ত্যাগ ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

হুজূর আনোয়ার (আই.) বলেন: সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের প্রতিটি যুগ-উপযোগী কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আর্থিক অবকাঠামো অপরিহার্য। মুবাল্লিগদের প্রশিক্ষণ, ভাষা-শিক্ষা, বই-প্রকাশনা, অনুবাদ, বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের সংস্করণ প্রভৃতি করা-এসবই ব্যয়সাপেক্ষ। আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার বহু দেশে শিক্ষা ও মানবকল্যাণমূলক প্রকল্প-যেমন স্কুল, ক্লিনিক, হ্যান্ড-পাম্প স্থাপন, পানীয়জল সরবরাহ ইত্যাদি-জামাআতের আর্থিক পরিকল্পনারই অংশ। এগুলি শুধু মানবসেবাই নয়, বরং প্রকৃত ইসলামের সৌন্দর্য প্রদর্শনেরও বাস্তব উপায়। অতএব, সকল সদস্যের উচিত আর্থিক ত্যাগে অগ্রসর হওয়া।

হুজূর বলেন: আল্লাহ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যারা তাঁর রাস্তায় ব্যয় করবে, তিনি তাদেরকে বহুগুণে প্রতিদান দান করবেন। কিন্তু এই প্রতিদান পাওয়ার শর্ত হলো সদিচ্ছা এবং আন্তরিক ত্যাগ। আর্থিক ত্যাগ যেন কখনও বাহ্যিক প্রদর্শনী বা নাম-যশের জন্য না হয়। ত্যাগ হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে।

হুজূর আনোয়ার আরও বলেন: নতুন মুসলমানগণ যখন তাদের আর্থিক ত্যাগের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, তখন তা আমাদের জন্যও শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আরব দেশের এক নতুন আহমদী লিখেছেন: "আমি যখন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা শুরু করি, তখন এমন অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করি যা পূর্বে কখনও অনুভব করিনি। মনে হয়, যেন আমার হৃদয় থেকে কোনো ভারমুক্তি ঘটছে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করছি।"

আরেকজন লিখেছেন: "আমি পূর্বে বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে আর্থিক ত্যাগ আধ্যাত্মিক অগ্রগতির এত বড় মাধ্যম হতে পারে। কিন্তু যখন থেকে ত্যাগ শুরু করেছি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন অনুভব করছি।"

হুজূর বলেন: এগুলি আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বাস্তব নিদর্শন। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর উচিত এই উপলব্ধি অর্জন করা যে, আর্থিক ত্যাগ শুধু একটি দায়িত্ব নয়, বরং

হাদীস

হযরত রসূল করীম (সা.) কখনও বিধবা ও অভাবী লোকদের সাহচর্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন না এবং তাদেরকে এড়িয়েও চলতেন না। বরং তিনি তাদের অভাব মোচন করে দিতেন। (মুসনাদ, দারমী)।

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal
From: Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি মহান উপায়।

হুজুর আনোয়ার, (আই.) বলেন: আল্লাহ তা'লা আমাদের প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা হলো-ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিশ্বে পৌঁছে দেওয়া এবং মানবজাতির সেবা করা। যদি আমরা নিজেদেরকে সত্যিকার অর্থে সেই মিশনের সৈনিক মনে করি, তবে আমাদের উচিত প্রতিটি দিক থেকে প্রস্তুত হওয়া-জ্ঞান, তবলীগ, উপাসনা, নৈতিকতা এবং আর্থিক ত্যাগ-প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছানো। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে, কিম্বা যারা এই কাজে অংশ নেবে, তারাই সেই বরকত লাভ করবে।

"আমাদের আলজেরিয়ার এক বন্ধু, আবদুল করীম, বলেন: '২০০৭ সালে আকস্মিকভাবে আমার সামনে এমটিএ আসে, যেখানে তিনজন তরুণ আলোচনা করছিলেন যে ইমাম মাহদি আবির্ভুত হয়েছেন। তাদের কথা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। হানী সাহেব হযরত অনুবী (সা.)-এর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপিত কিছু জাল হাদিস খণ্ডন করছিলেন, যা দীর্ঘদিন ধরে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করছিল। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) সম্পর্কে আমার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। আমি পুরো অনুষ্ঠানটি দেখলাম, এবং ধীরে ধীরে আমার সন্দেহ দুর হতে লাগল এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি পেল। এরপর আমি মুস্তফা সাহেবের আল-সীরাহ আল-মুতাহ্ হারাহ গ্রন্থে 'আয়াত মীসাক আল-নাবিয়্যীন'-এর তাফসির পড়লাম, যা আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করল। পরে আমি এমটিএ-এর এসব অনুষ্ঠান রেকর্ড করতে শুরু করলাম এবং বারবার শুনতাম। আমি আমার পরিবারকে জানালাম, তারাও সাথে সাথে গ্রহণ করল, তবে সম্পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নয়। সময় অতিবাহিত হচ্ছিল, প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছিল, এবং আমি স্থির করলাম যে প্রশ্নগুলোর সমাধান হলে আমি বায়আত নেব। কিন্তু আমার ধারণা, অপেক্ষা করাটা আমার ভুল ছিল; আমার তাৎক্ষণিকই বায়আত নেওয়া উচিত ছিল।'

"আরেক ভদ্রলোক, ইয়েমেনের আলি সাহেব, বলেন: 'এমটিএ-তে যারা সেবা করছেন, তাদের প্রতি যত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তাও অপর্যাপ্ত। আমি প্রতিনিয়ত সকল কর্মীর জন্য প্রার্থনা করি-আল্লাহ যেন তাদের সেবার সর্বোত্তম প্রতিদান দেন। আহমদীয়া জামাতের যে সব বই আমি এখন পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছি, সেখানে আমি সে সকল সত্যই পেয়েছি, যা বহুদিন ধরে আমি খুঁজছিলাম; সেসব বইতেই আমি প্রকৃত ইসলামকে আবিষ্কার করেছি।'

"এখন লক্ষ্য করুন: যদি আপনারা এমটিএ-এর সাথে নিজেদের যুক্ত করেন, তাহলে প্রত্যেক আহমদীর জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে-আমাদের শিশুদের, আমাদের যুবদের জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে। তাই আমি বারবার জোর দিয়ে বলি: যেহেতু আমরা এমটিএ-এর জন্য এত ব্যয় করি, তাই প্রত্যেক আহমদী প্রতিদিন অন্তত একটি অনুষ্ঠান শোনার জন্য কিছু সময় বরাদ্দ করা উচিত।

"তারপর আছেন এক আরব দেশের আহমদ সাহেব। তিনি লিখেন: 'এই প্রথম আমি আপনাকে লিখছি। প্রথমত, আমি বলতে চাই যে আপনার তাফসিরসমূহ শ্রেষ্ঠ তাফসিরের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, আমি আপনাকে এ সুসংবাদও দিতে চাই যে, আরবি ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বিশ্বে আপনার চ্যানেল দেখেন ও শোনেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; আমি অসংখ্য মানুষের নিকট থেকে শুনেছি এবং নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছি।'

"আলজেরিয়ার আরেক বন্ধু কামাল সাহেব লিখেন: 'আমি একজন আমাজিঘ আলজেরীয় তরুণ। কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত আমি ইসলামের কিছুই জানতাম না। পরে কিছু আলেমের সিডি ও একটি ইসলামিক চ্যানেলের মাধ্যমে কিছুটা প্রভাবিত হই। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সেই প্রভাব বিলীন হয়ে যায়, কারণ দেখলাম তাদের বক্তব্যগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক এবং যুক্তির বিরুদ্ধে। পরে "হিভার আল-মুবাশির" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে পরিচিত হই। আমি মাঝেমধ্যে এমটিএ দেখতাম। একদিন দেখলাম এক সালাফি আলেম জামাতের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করছে। আমি বুঝলাম না কেন এ আলেমরা জামাতের শিক্ষার উপর আলোচনা করার পরিবর্তে গালিতে লিপ্ত হয়। ফলে আমি বেশি করে এমটিএ দেখতে লাগলাম এবং আল্লাহর অনুগ্রহে বায়আত গ্রহণ করলাম। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ার পর আমি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করি, নিজের ত্রুটিগুলো সংশোধন করি এবং বায়আতের শর্তসমূহ কঠোরভাবে পালনের সংকল্প করি। উপলব্ধি করি যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) রূহানী পাখিদের পরিচর্যার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আমার অবস্থা সেই ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো, যে জেগে উঠে দেখতে পায় সূর্য তার সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমার একমাত্র বাসনা হচ্ছে বায়আতের শর্তসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধারণ করা।'

(এটাই নতুন বয়আত গ্রহণকারীদের মানদণ্ড।)

"আরেক আরব বন্ধু আবদুল্লাহ লিখেন: 'দুই বছর আগে আমি টিভির বিভিন্ন চ্যানেল ঘুরছিলাম এবং এমটিএ আল-আরাবিয়্যাহ পাই। শুরুতে তেমন মনোযোগ দিইনি, কিন্তু ক্রমে "আল-হিভার আল-মুবাশির"ও "লিকা' মা'আ আল-আরব" অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদির আলোচনা শুনতে থাকি। কোরআনের যে চমকপ্রদ তফসির শুনলাম, তা হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলল। কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা শুনে প্রতিদিন আমার অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি পেল এবং মনে হল যেন আমি নতুন করে জন্ম নিচ্ছি। আমি দোয়া ও প্রার্থনার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারলাম এবং হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য দিল যে হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই প্রকৃত প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদি। এরপর আমি বন্ধু ও পরিচিতদের কোরআন ও হাদিসের আলোকে এ সত্য প্রচার করতে লাগলাম, কিন্তু তারা শুধুই কাহিনি ও কুসংস্কার উপস্থাপন করল। এমটিএ থেকে আমি বহু জ্ঞান অর্জন করেছি। প্রকৃতপক্ষে, এগুলোই সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার যা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) দান করতে আগমন করেছেন। ধন্য সে ব্যক্তি, যে শোনে, বোঝে এবং গ্রহণ করে। এখন আমি ঘরে নামাজ পড়ি; কারণ স্থানীয় ইমামদের পিছনে কপটতার কারণে আর জামাতে নামাজ পড়তে ইচ্ছা করে না, কেননা আমি আহমদী হয়ে গেছি।'

"এরপর মরক্কোর আনাস সাহেব বলেন: '২০১০ সালে এমটিএ আল-আরাবিয়্যাহ'র মাধ্যমে প্রথমবার জামাতের সঙ্গে পরিচিত হই। আহমদী দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছে, বিশেষত খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলো। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর প্রতি আমার গভীর অনুরাগ জন্মেছে। এমটিএ-তে প্রদর্শিত প্রতিশ্রুত মসীহের (আ.) ছবি আমার জন্য এক "অবাক"ঘটনা ছিল, কারণ আঠারো বছর আগে আমি স্বপ্নে একজন ব্যক্তিকে দেখেছিলাম, যার ডান হাতে তরবারি এবং বাঁ হাতে বর্শা ছিল এবং তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন। আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে দ্রুত তাঁর ডান হাত থেকে তরবারি নিয়ে নিই। তিনি তখন আমার দিকে হাসলেন। ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নটি আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। আমি ভেবেছিলাম হয়তো সেই ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন। কিন্তু যখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর ছবি দেখলাম, তখন দেখলাম-ঠিক একই চেহারা যাকে আঠারো বছর আগে স্বপ্নে দেখেছিলাম।'

"এরপর কেবল আরব বিশ্বেই নয়, আফ্রিকার দেশগুলোতেও আল্লাহ একইভাবে পথনির্দেশ দিচ্ছেন। বুরকিনা ফাসোর আমাদের মিশনারি লিখেছেন: এক যুবক বায়আত গ্রহণ করেছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে: 'আমি সবসময়ই ভাবতাম-সব মুসলমানরা কেন শুধু আহমদীদের বিরোধিতা করে? একদিন আমি রেডিও আহমদিয়্যা-য় খলীফাতুল মসীহ-এর খুতবা শুনি-যেখানে তিনি (এখানে আমার কথাই বোঝানো হচ্ছে) পবিত্র নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের প্রচারণার জবাব দিচ্ছিলেন, তাঁর পবিত্র জীবনের দিকসমূহ ব্যাখ্যা করছিলেন এবং তাঁর অনুসরণ করার জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন। এটা শুনে মনে হলো: 'এমন প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি আজ পর্যন্ত কোন আলেম আমাদের শোনায়নি।' এরপর থেকে আমি নিয়মিত রেডিওতে সাপ্তাহিক খুতবা শুনতে থাকি। এসব খুতবা আমার মাঝে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে, এবং আমি বায়আত গ্রহণ করেছি। আমার সকল প্রশ্নের উত্তর আমি এসব খুতবায় পেয়েছি। আহমদীয়া জামাত সত্যের জামাত বলেই সবাই এর বিরোধিতা করে। সত্যের সাথেই সবসময় এমনই হয়েছে।'

"তারপর প্রমুখ জর্ডানীয় পত্রিকা আল-রাঈ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সংখ্যায় এমটিএ-এর 'আল-হিভার আল-মুবাশির' সম্পর্কে লিখল:

'উনিশ শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে আমাদের যা ধারণাই হোক, বা মির্জা গুলাম আহমদের দাবির ব্যাপারে আমাদের যাই ধারণা থাকুক, একটি বিষয় স্পষ্ট-জামাতের কিছু সদস্য

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি যে কুরআনের কোন অংশ শিখেনি, নিশ্চয় তার উপমা এক পরিত্যক্ত গৃহের মত।"
(তিরমিযী, ফাযায়েলুল কুরআন)।

দোয়াপ্রার্থী: **Mirza Naeema Begum & Family Bithari, 24 PGS (N)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"মহান বরকতময় আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দার সাথে ঐ ব্যবহার করে থাকি যা সে আমার সম্বন্ধে ধারণা করে। অতএব সে আমার সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা ধারণা করুক।" (বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)।

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (S)**

ও খ্রিস্টান যাজকদের মধ্যে তওরাত ও ইঞ্জিল নিয়ে যে বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়, তা স্পষ্টই দেখিয়ে দেয় যে চার্চের ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামো দুর্বল, জ্ঞানের দিক থেকে শূন্য এবং মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার অবশিষ্টাংশ। আহমদীয়াতের ধর্মতাত্ত্বিক বক্তব্যের দুটি দিক রয়েছে: এক-ইমাম মাহদি ও প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কিত তাদের বিশ্বাসের সমর্থনে উপস্থাপিত যুক্তি, যার মোকাবিলা আমরা নানা উপায়ে করতে পারি'-(এটা তাদের ভুল ধারণা; বাস্তবে তারা আমাদের সামনে টিকতে পারে না)-'আরেক দিক হলো ইহুদি ও খ্রিস্টান মতবাদের বিরুদ্ধে কিতাবসমূহের আলোকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা। সত্য হলো-খ্রিস্টান যাজকদের তুলনায় আহমদীয়া জামাতের বিতর্ক সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। জ্ঞানের ব্যাপ্তি, যুক্তির শক্তি-সবদিক থেকেই তাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতীয়মান। যে কেউ আহমদীয়া চ্যানেল দেখবে, সহজেই বুঝবে যে বিতর্কিত বিষয়ে আলাপের সময় আহমদী আলাপককারীদের মধ্যে এক ধরনের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও নৈতিক উৎকর্ষের সুবাস পাওয়া যায় এবং যুক্তি ও প্রমাণের দৃঢ়তা তাদের পক্ষেই থাকে। সম্ভবত এ চ্যানেলই অনন্য, যেখানে বক্তারা মিশনারি যাজক যাকারিয়া বুতরুসের উত্থাপিত বহু অভিযোগ-বিশেষত কোরআনের ভাষা সম্পর্কিত অভিযোগ-এর অসংখ্য জবাব তুলে ধরেন।'

(যখনই কোরআন বা পবিত্র নবী (সা.) সম্পর্কে আপত্তি ওঠে, আমরা তার জবাব দিই। আমরা কাউকে আক্রমণ করি না; কিন্তু ইসলাম আক্রমণের শিকার হলে জবাব দেওয়া অপরিহার্য।)

তিনি আরো লেখেন যে 'আল-হিভার আল-মুবাশির'-এর অভিজ্ঞতা আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষের মধ্যে এ ধরনের আলাপচারিতা কতটা জরুরি, যেন তারা একে অপরকে বুঝতে পারে। অন্য জাতি ও সভ্যতাকে জানার পথ এ ধরনের পারস্পরিক বোঝাপড়া থেকেই উন্মুক্ত হয়।

এরপর তিনি কোরআনের সেই আয়াত উদ্ধৃত করেন:

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয়ই, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সর্বাধিক ধার্মিক।"

আজ বহু আরব চ্যানেল রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতার প্রতীক। তারা বিপথগামী বিষয় প্রচার করে এবং সবধরনের অনর্থক ও নৈতিক অবক্ষয়মূলক অনুষ্ঠান দেখায়।

(তারা অনৈতিক অনুষ্ঠান দেখালেও মুসলমান; কিন্তু আমরা যারা কোরআনের হিকমতপূর্ণ শিক্ষা প্রচার করছি-আমাদেরকে অমুসলিম বলা হয়!)

তিনি আরো লেখেন: এ সকল চ্যানেলের বিপরীতে-যদিও বিরল-"আল-হিভার আল-মুবাশির-এর মতো উপকারী আলোচনা এমটিএ-তে দেখা যায়। আমরা চাই এমন অনুষ্ঠান বহুগুণে বৃদ্ধি পাক, কারণ এ ধরনের আলোই অন্ধকার দূর করতে সক্ষম-এ কথা জ্ঞানের লোকেরা ভালোমতোই জানেন।

হুজুর আনোয়ার, আইদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয, বলেন: যদিও তিনি প্রতিশ্রুত মসীহের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু তিনি বাধ্য হয়ে স্বীকার করেন যে প্রকৃত ইসলাম প্রচার এবং প্রকৃত জিহাদ (অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ প্রচার) একমাত্র আহমদীয়া জামাতই করছে; কেবল আহমদীয়া জামাতই ইসলামের সুন্দর শিক্ষা বিশ্বে উপস্থাপন করছে; এবং কেবল আহমদীয়া জামাতই ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে আছে। মুসলমান দাবি করা বহু মানুষের মধ্য থেকেও আল্লাহ অনেককে আহমদিয়্যত গ্রহণের তাওফিক দিয়েছেন। আমি বিভিন্ন ভাষণে একথা উল্লেখ করেছি-এমনকি অমুসলিমরাও প্রকাশ্যে এ কথা বলেন। তাদের সাক্ষ্য রিভিউ অব রিলিজিয়নস সহ বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তারা বলেন-এখনই তারা প্রকৃত ইসলামকে জানতে পারছেন; এর আগে তারা জিহাদকে সন্ত্রাস ও রক্তপাত মনে করতেন।

এখানেও কিছু সাংবাদিক আমাকে বললেন: "আপনি যে ইসলাম উপস্থাপন করেন, তা একেবারেই ভিন্ন।" আমি তাদের বলি: "এটাই সেই প্রকৃত ইসলাম, যা পবিত্র নবী (সা.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং নিজের আমলী জীবনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন।" দু'দিন আগে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত এ-বি-সি চ্যানেলের প্রতিনিধিরাও একই কথা বলল-এবং যোগ করল: "একটি বিষয় স্পষ্ট-অস্ট্রেলিয়ার জনগণ এখনো আপনার বার্তা পায়নি।"

এ প্রশ্ন আমাদের জন্য লজ্জার-আমরা কেন তাদের কাছে এ সুন্দর ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে পারিনি? আমি তাকে বললাম: "আপনি যেহেতু সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, এটি প্রচার করুন; এতে কিছু মানুষের কাছে পৌঁছবে। তবে বার্তা পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব।"

আল্লাহ প্রতিশ্রুত মসীহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন-যে ইসলাম খিলাফতের হাত ধরে প্রসার লাভ করবে। কিন্তু প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্বও এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এ প্রতিশ্রুতিগুলো শর্তযুক্ত। কিছুটা পরিমাণে এগুলো যাই হোক পূর্ণ হবে; কিন্তু যারা অংশগ্রহণ করবে না, তারা নিজেকেই বঞ্চিত করবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে; তবে যারা কাজ করেনি, তারা বঞ্চিতই থাকবে।

হুজুর বলেন: আপনারা হাজার হাজার পরিচিতিমূলক লিফলেট বিতরণ করেছেন। একজন বিশ হাজার বিতরণ করেছেন-তিনি পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু আমি বলেছিলাম: বৃহৎ দেশগুলো প্রতি বছর তাদের অন্তত পাঁচ শতাংশ জনগণকে ইসলামের শান্তির বার্তা পৌঁছে দেবে, এবং ক্ষুদ্র দেশগুলো দশ শতাংশ।

কিছু জামাত অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে-লাখো মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে; বহু দেশে কয়েকশ' সদস্য বিশিষ্ট জামাতই লক্ষাধিক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আপনারা হাজার বা লাখের কোটায় আছেন-এটি কোনো বিশাল সাফল্য নয়। প্রচারকাজ আরও বৃদ্ধি করতে হবে। সব সংগঠন ও প্রশাসনকে গতি বাড়াতে হবে, যেন প্রতি বছর দেশের অন্তত দশ শতাংশ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছানো যায়। যদি এটিই লক্ষ্য হয়, তবু পুরো দেশের কাছে পৌঁছতে দশ বছর লাগবে।

বিশ্ব এখন ভালোবাসা ও শান্তির বার্তা শুনতে চায়-ইসলামের প্রকৃত চিত্র জানতে চায়।

হুজুর বলেন: মনে রাখতে হবে-যদিও অন্যান্য প্রচারের উপায় চলছে, আল্লাহও বিশ্বজুড়ে পবিত্র প্রকৃতির মানুষদের নিজে থেকেই পথ দেখাচ্ছেন-যেমন কিছু ঘটনায় আমি উল্লেখ করেছি। কিন্তু খিলাফতের প্রতিটি নির্দেশে পূর্ণ প্রচেষ্টা করা প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য। প্রশাসনের অনুরোধের অপেক্ষা না করে প্রতিটি ব্যক্তি নিজে থেকেই প্রচারসামগ্রী চাইবে এবং কাজে অংশগ্রহণ করবে।

হুজুর বলেন: এ প্রতিশ্রুতি দোয়া ও আর্থিক ত্যাগের সাথে যুক্ত। আমাদের প্রচার তখনই বরকতময় হবে, যখন আমরা নামাজকে রক্ষা করব-কর বা বাধ্যবাধকতার মতো নয়, বরং এর মিষ্টতা ও আনন্দ স্বাদগ্রহণ করে, একে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে। প্রত্যেককে সে স্তরের আল্লাহ-সম্পর্ক অর্জনের চেষ্টা করতে হবে, যা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) আমাদের জন্য চেয়েছেন।

কিছু নতুন মুসলমানদের অভিজ্ঞতা পড়ে বিস্ময় জাগে-কিভাবে আহমদিয়্যত গ্রহণের পর তাদের ঈমান ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নবজন্মের মতো হয়ে যায়।

এক নব-আহমদী লেবানিজ লিখেছেন: পূর্বে তাঁর নামাজ তিন মিনিটের বেশি হতো না। কিন্তু হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর সূরা ফাতিহার তাফসির পড়ে এখন তাঁর শুধু ফাতিহা পড়তেই এক ঘণ্টা লেগে যায়। তিনি লিখেন: "এখন আমি সালাত ও কোরআনের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছি।

এক আরব বন্ধু লিখেন: দুই বছর আগে টিভিতে চ্যানেল প রিবর্তন করতে গিয়ে এমটিএ আরাবিয়া পাই। শুরুতে মনোযোগ দিইনি; পরে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদির আগমনের আলোচনাগুলো শুনতে থাকলাম। কোরআনের ব্যাখ্যা এমন প্রভাব ফেলল যে মনে হচ্ছিল আমি নতুন করে জন্ম নিচ্ছি। (প্রত্যেক আহমদীর মধ্যেই এমন পরিবর্তন আসা উচিত-প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের মূল উদ্দেশ্যই এটি।)

তিনি আরো বলেন: আমি দোয়া ও প্রার্থনার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝলাম, এবং হৃদয় সাক্ষ্য দিল যে হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আ.)-ই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদি। এরপর আমি বন্ধুদের কাছে এ সত্য প্রচার করতে লাগলাম-কিন্তু তারা গল্প-কাহিনি ও কুসংস্কারই উপস্থাপন করল। আল্লাহ তাদের হেদায়েত দান করুন।

হুজুর বলেন: এটাই সেই বিপ্লব-যারা তাদের বায়আতের সঠিক তাৎপর্য বোঝে এবং প্রতিশ্রুত মসীহের সাথে যুক্ত হয়ে খিলাফতের মর্যাদা বোঝে-আল্লাহ তাদের অন্তর শান্তির উপায় সৃষ্টি করেন। রূহানী প্রশান্তির জন্য ধন-সম্পদ নয়, আল্লাহর অনুগ্রহই যথেষ্ট। তাই প্রত্যেক আহমদীর উচিত আল্লাহর অনুগ্রহের প্রকৃত প্রার্থী হওয়া-যা অর্জিত হয় পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

হুজুর বলেন: যে ব্যক্তি বায়আত গ্রহণ করে এবং আল্লাহর বরকত

পেতে চায়, তার উচিত ইবাদতের মান উন্নত করা। দুনিয়াবি কাজগুলো দ্বিতীয় স্থানে রাখবে এবং ইবাদতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। এরপর জামাতে ইবাদত–বিশেষত জুমা নামাজ–এটিতেও মনোযোগ দিতে হবে। শুধু রমজানের শেষ জুমা পড়ে আগের মতো হয়ে থাকা চলবে না। জুমা নিয়মিত আদায়ের চেষ্টা প্রত্যেকের করা উচিত।

আমি কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছি যেখানে মানুষের প্রশ্নের উত্তর এবং ধারাবাহিক নৈতিক সংস্কার এমটিএ–র মাধ্যমে প্রচারিত জুমার খুতবা থেকেই এসেছে। সময়ভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দিন বা রাত যাই হোক, খিলাফতের কণ্ঠ একই সময়ে সর্বত্র পৌঁছে যায়। গত সপ্তাহের খুতবা সমগ্র বিশ্ব জুড়ে শোনা হয়েছে। এটি আল্লাহর অনুগ্রহে খিলাফতের বরকতের অন্যতম সৌন্দর্য।

হুজুর বলেন: খুতবায় সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়–এটিও আল্লাহর অনুগ্রহ। বিভিন্ন বিষয় উত্থাপিত হয়, বৈশ্বিক পরিস্থিতির জন্য দোয়া আহ্বান করা হয়–এ সবই যৌথ ইবাদতের অংশ। এ রকম দৃশ্য আজকের পৃথিবীতে আহমদীয়া জামাত ছাড়া কোথাও নেই।

হুজুর বলেন: ইবাদতের পাশাপাশি যাকাত ও আর্থিক ত্যাগের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে, যাতে তোমরা অগ্রগতি লাভ করতে পারো। জামাতের আর্থিক প্রকল্পগুলো দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের সেবায় ব্যবহৃত হয়। আর প্রচারের জন্যও আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন। শান্তিপূর্ণ জিহাদের (প্রচার–কার্য) জন্য মুবাল্লিগ দরকার। আজ ভারত, পাকিস্তান, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ঘানা, ইন্দোনেশিয়ায় জামীয়াগুলো রয়েছে যেখানে সাত বছরের কোর্সে মুবাল্লিগ তৈরি হয়। বিভিন্ন দেশে টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। সবারই একই পাঠ্যক্রম। এই ঐক্যই আহমদীয়া জামাতের সৌন্দর্য–বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মানুষ একই পাঠ্যক্রমে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করছে এবং ঐক্যের দিকে এগোচ্ছে।

এরপর বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে ইসলামের সত্য শিক্ষা প্রতিটি জাতির কাছে তাদের ভাষায় পৌঁছে যাচ্ছে। বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার রয়েছে। এবং এমটিএ–যার কথা আগেই এসেছে–নৈতিক সংস্কার ও প্রচার কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। কিছু ঘটনা আমি আগেই বলেছি; এখানে আরও কয়েকটি উল্লেখ করছি।

কুয়েতের মনসুর সাহেব লিখেন: তিন মাস আগে আমি এমটিএ দেখা শুরু করি। এটি আমাকে অন্ধকার ও কুসংস্কার থেকে বের করে এনে আলো দিয়েছে। আগে নামাজ আমার কাছে শুধু শারীরিক কাজ মনে হত; এখন তা আত্মার আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছে। মনে হয় যেন আমি কুরাইশদের মাঝে নবীর যুগে বসবাস করছি–কারণ যাকে–ই বলি, সে–ই আমার বিরোধিতা করে ও আমাকে কাফির বলে।

আলেমদের মিথ্যাচারই আমাকে আহমদিয়্যতের সত্যতা বুঝিয়েছে। যখন খোঁজ করলাম, দেখলাম আপনারাই সত্যের ওপর আছেন।

মরক্কোর এক ব্যক্তি লিখেন: আমার মা নিরক্ষর–আহমদিয়্যত সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। একদিন আমি এমটিএ দেখছিলাম, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর ছবি দেখে সাথে সাথে বললেন: "এই মুখটি নবীদের মতো।" আমি জিজ্ঞেস করলাম: কীভাবে এমন অনুভূতি হলো? তিনি বললেন: "হৃদয়ের অনুভূতি।" আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ এখনও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ করছেন।

মিসরের এক বন্ধু লিখেন: পাঁচ–ছয় বছর আগে আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)–কে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খোলা জায়গায় নিয়ে গেলেন। তখন আমি কিছু পরিস্থিতির কারণে অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলাম। তিনি বললেন: "ওদিকের ভবনটি দেখ।" সেখান থেকে এক বিকৃত লোক বের হলো, যার চেহারা শয়তানের মতো। তিনি বললেন: "মানুষ রাগ করলে এই শয়তান তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি–রাগ করো না।" তিনবার এ কথা বলে তিনি বিদায় নিলেন।

আমি উল্লাসে ভাবলাম: "আমার প্রিয় নবী আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন!" কিন্তু ঘুম ভাঙার পর মনে হলো–এ চেহারা রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর নয়; অন্য কাউকে দেখেছি। বুঝতে পারলাম না।

কিছুদিন পর টিভি চ্যানেল পাল্টাতে গিয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর ছবি সামনে এলো। আমি চিৎকার করে বললাম: "হে আল্লাহ! এ–ই সেই সাধু ব্যক্তি, যাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম।"

তবুও বায়আত নিলাম না। চার বছর আগে এটি ঘটেছিল।

কিছুদিন আগে ঘুম থেকে উঠে স্পষ্টভাবে শুনলাম এক আওয়াজ বলছে: "তুমি সব কিছুতেই বিশ্বাস কর–কেবল মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী ছাড়া, যাকে আল্লাহ আকাশ থেকে বার্তাবাহক করে পাঠিয়েছেন। তুমি কেন তাঁকে মানো না?

আমি উঠে সন্তানদের বললাম: "আজ থেকে তোমরা আহমদী। আমি তোমাদের ও তোমাদের মাকে উপদেশ দিচ্ছি–যদি মৃত্যু আসে, আহমদী হয়েই আসুক।"

জর্ডানের আমাদের ভাই তামীম লিখেন: কুয়েতি গবেষক হানান সাহিবা এমটিএ–র মাধ্যমে জামাতকে জানলেন। বাইআতের পর তাকে হাকীকতুল ওহি দেওয়া হয়। তিনি কুয়েত ফেরার বিমানে তা পড়তে শুরু করেন। পরে আমাকে বার্তা পাঠালেন: "আমি এ বইটি পড়লাম এবং কাঁদলাম। কেউ কেউ কোমল সূর্যরশ্মি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কেউ আবার তাতে আনন্দ খুঁজে পায়। আমাকে সূর্য দেখানোর জন্য ধন্যবাদ।"

আলজেরিয়ার উসামা সাহেব লিখেন: এমটিএ–তে "হিভার আল–মুবাশির" অনুষ্ঠানে ঈসা (আ.)–এর মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা শুনে আমি বাইআতের সৌভাগ্য লাভ করেছি। ভাবতে লাগলাম–ঈসা (আ.) কি প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু বরণ করেছেন, নাকি জীবিত? এমটিএ, বিশেষত "লিকা' মা'আ আল–আরব–এর মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ ওঠ (রহ.)–এর কোরআনের স্পষ্ট ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা শুনেছি। সেই অনুষ্ঠানে ইমাম মাহদির (আ.) ছবিও দেখলাম, এবং তখনই পুরনো এক স্বপ্ন স্মরণ হলো যেখানে আমি একটি সুবর্ণ শয্যার ওপর শায়িত ছিলাম, আর দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে প্রদক্ষিণ করছিলেন। এমটিএ–তে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর ছবি দেখে আমি বুঝতে পারলাম–এটাই সেই পবিত্র ব্যক্তিত্ব; এবং তখনই আমি নিশ্চিত হলাম যে জামাআত সত্য।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যেমন আমি উল্লেখ করেছি, এসব আয়াতে বারবার আনুগত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের পর খিলাফতের আনুগত্যও অপরিহার্য। এখানে বলা হয়েছে–মা'রূফ সিদ্ধান্তসমূহে কার্যকর হও। মা'রূফ সিদ্ধান্ত বলতে এমন সিদ্ধান্তকে বোঝায় যা শরীয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে ঘটনাবলি আমি বর্ণনা করেছি, সেগুলো এমন লোকদের সম্পর্কে, যারা বায়'আত গ্রহণ করার পর ঈমান, নিষ্ঠা ও আনুগত্যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছেন এবং খিলাফতের প্রতি তাদের প্রেম ও বিশ্বস্ততা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করলে বিস্মিত হতে হয়। তারা কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি তোলে না; বরং খিলাফত যাই নির্দেশ করে, তারা একে মা'রূফ সিদ্ধান্ত হিসেবেই গ্রহণ করে–কারণ মা'রূফ সিদ্ধান্ত সেটিই, যা শরীয়তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ কথাও সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে কোনো খলিফা কখনো শরীয়তের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত জারি করতে পারেন না; কেননা খলিফার মূল দায়িত্বই হলো নববী মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

যখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর সাথে পবিত্র নবী (সা.) –এর ওপর প্রতিষ্ঠিত অব্যাহত খিলাফতের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তার অর্থই ছিল যে প্রতিশ্রুত মসীহের মিশন খিলাফতের মাধ্যমে চলমান থাকবে।

সুতরাং, খিলাফতের সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং তার নির্দেশাবলীতে কার্যকর হওয়া–প্রত্যেক বায়'আতপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য, যারা খিলাফতের বরকত লাভ করতে ইচ্ছুক।

আমি কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছি, যেখানে আল্লাহ মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছেন; আরও বহু ঘটনা আছে, যেগুলোর মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি যুগের খলিফাকেও দর্শন করেছেন। আল্লাহ চান যে মানুষ বুঝে নিক–এখন খিলাফতের ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত, এবং আল্লাহর বিধানমতে তা অব্যাহত থাকবে। আমি সব ঘটনা উল্লেখ করিনি–কেবলমাত্র কয়েকটি উল্লেখ করেছি।

মহানবী (সা.)–এর বাণী

"যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে স্মরণ করে সে জীবিতের ন্যায় এবং যে তাকে স্মরণ করে না সে মৃতের ন্যায়। সেই ঘর জীবিতের ন্যায় যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয় না সে ঘর মৃতের ন্যায়।" (বুখারী, কিতাবুত দাওয়াত)।

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও। (আন-নিসা: ৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun,
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 4 Dec 2025 Issue No.49

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রত্যেক আহমদীর–শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, পুরুষ ও নারী–এটি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা উচিত যে ইসলাম এখন কেবল খিলাফতের মাধ্যমেই অগ্রসর হবে; কোনো আলেম, কোনো গোষ্ঠী বা কোনো সরকার এর বিকল্প নয়। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা আহমদিয়া মুসলিম জামাআতকে বিশ্বের পথপ্রদর্শক করেছেন–যারা প্রকৃত ইসলাম পেশ করছে; যাদের চোখের সামনে মহানবী (সা.) –এর পরে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতা প্রতিনিয়ত বাস্তবায়িত হচ্ছে; যারা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ইবাদতে উন্নতি করছে; আত্মিক ও আর্থিক ত্যাগে অগ্রগতি লাভ করছে; এবং আনুগত্যের সর্বোচ্চ উদাহরণ স্থাপন করছে। আল্লাহ প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছেন, তার শর্তসমূহ পূরণকারী ব্যক্তিরা, ইনশাআল্লাহ, ক্রমাগত উদিত হতে থাকবে। পবিত্র নবী (সা.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুমতিক্রমে পূর্ণ হবে। তবে প্রতিটি আহমদীর উচিত চিন্তিত থাকা–যেন সে নিজে বা তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়ে কোনোভাবেই এই প্রতিশ্রুত পুরস্কার থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়।

হুজুর আনোয়ার, (আই.) বলেন: অতএব এটি গভীর চিন্তার বিষয়। আল্লাহর অনুগ্রহে আহমদিয়া মুসলিম জামাআতের কাফেলা অগ্রসর হতে থাকবে; বিশ্বের কোনো শক্তিই এর অগ্রগতিকে স্তব্ধ করতে পারবে না। সুতরাং, যেমন আমি বলেছি–দু'আ, ত্যাগ ও পূর্ণ আনুগত্যের সঙ্গে নিজেদের এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত করুন এবং এর বরকত থেকে উপকৃত হোন। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর মিশন পূরণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করুন–আর সেই মিশন হলো: পবিত্র নবী (সা.)–এর আত্মিক শাসন বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করা; তাঁর মহিমান্বিত আদর্শের সৌন্দর্য বিশ্বে প্রমাণ করা; পবিত্র কুরআনের উজ্জ্বল শিক্ষাকে মানবজাতির সামনে পেশ করা; মুসলমানদেরকে এক ও অভিন্ন ধর্মে ঐক্যবদ্ধ করা; এবং অমুসলিমকেও আল্লাহ তাআলার সম্মুখে নতজানু করে দেওয়া।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব, এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসুন–কেবল কথায় নয়, বরং প্রতিটি আমলের মাধ্যমে। জীবন, সম্পদ, সময় ও সম্মানের ত্যাগের বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করে সেই সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, যারা কিয়ামত পর্যন্ত এই ঐশী প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতার জীবন্ত প্রমাণ হয়ে থাকবে। আল্লাহ আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেই তাওফীক দান করুন।

বক্তৃতার শেষে হুজুর আনোয়ার, (আই.) সমগ্র জামাআতকে নিয়ে দু'আ পরিচালনা করেন।

হুযুর আনোয়ার জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ঘোষণা করে বলেন, 'এবছর সামগ্রিকভাবে জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা হল ৪০২৭জন। এর মধ্যে বিদেশ থাকা আগত অতিথিদের সংখ্যা হল ১৮১জন এবং ৬৪জন অ–আহমদী অতিথিও এতে অংশগ্রহণ করেছেন।

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)–এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

(১ম পাতার শেষাংশ...)

তাদের সঙ্গে কথা বলো।"

(ফিরদাউস আল–আখবার, আল–দাইলামী, অধ্যায় 'আমারা আমরানা')

কিছু লোক বক্তৃতা করার সময় জটিল শব্দাবলি ও দুর্বোধ্য পরিভাষা ব্যবহার করেন শুধু জাঁকজমক দেখানোর জন্য। এমন বক্তৃতা অশিক্ষিত মানুষকে ভীত–সন্ত্রস্ত করলেও কোনো প্রকৃত উপকার সাধন করে না।

'মোয়ফিকুল হক'–অর্থাৎ সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথাও হিকমতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থে আয়াতের তাৎপর্য হবে–সত্য ও বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কথা বলো। কিছু মানুষ মনে করেন যে তারা সত্য ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছেন; কিন্তু তাতে কখনো কখনো ভুল কথাও বলে ফেলেন। এটি সম্পূর্ণ ভুল পদ্ধতি। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে তা অবশ্যই সত্য হতে হবে; নচেৎ অন্যকে হিদায়াত দিতে গিয়ে নিজেরাই ভ্রান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। আল্লাহ তা'লা যেমন বলেছেনঃ

"যদি তোমরা নিজে সৎপথে অটল থাক, তবে কেউ গোমরাহ হলে তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে না।"

(আল–মায়েদাহ, ৫:১০৬)

অর্থাৎ অন্যকে হিদায়াত করার উদ্দেশ্যে নিজেরা কোনো মিথ্যা বা পাপাচরণে যুক্ত হবে না। যখন তোমার নিজের হিদায়াতের সঙ্গে অন্যের সম্ভাব্য হিদায়াতের সংঘর্ষ দেখা দেয়–তখন নিজের সঠিক পথকে অটুট রাখাই কর্তব্য, আর অন্যের ব্যাপার আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও; কেননা আল্লাহ চান না যে একজন মুমিন মিথ্যার কারণে কাফির হয়ে যাক, কিংবা একজন কাফির অসত্যের দ্বারা তথাকথিত মুমিন হয়ে উঠুক। তিনি সত্যের মাধ্যমেই হিদায়াত দিতে ইচ্ছুক।

হিকমত এমন বক্তৃতাকেও বোঝায়, যা পরিস্থিতি, উপলক্ষ ও সময়ের উপযোগী। এই দৃষ্টিতে আয়াতের অর্থ হবে–তাবলীগে এমনভাবে কথা বলো যা পরিস্থিতির অনুকূল। যদি ধারণা হয় যে কিছু যুক্তি প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করবে এবং সে তোমার কথা শুনতেই চাইবে না, তবে তাকে অকারণে উত্তেজিত করা প্রজ্ঞার কাজ নয়। বরং এমন যুক্তি তুলে ধরো যা সে শান্ত মনে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ কথা বলার পূর্বে শ্রোতার মানসিকতার পরিচয় নিতে হবে। যদি বিনা কারণে তাদের উত্তেজিত করো, তাহলে কোনো উপকারই হবে না।

আল্লাহ! কত সংক্ষিপ্ত শব্দে তাবলীগের সব কৌশলই তুলে ধরা হয়েছে! যে ব্যক্তি এগুলির উপর আমল করবে, সে কখনোই নিজের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হবে না।

'মওয়িজাতুল হাসানা–অর্থাৎ "উত্তম উপদেশ–এর ব্যাখ্যা পূর্বেই এসেছে (অর্থাৎ এমন কথা যা হৃদয়কে কোমল করে এবং গভীর প্রভাব ফেলে)। এই নির্দেশের মাধ্যমে মুসলমানদের বলা হয়েছে–শুধুমাত্র শুষ্ক যুক্তির উপর নির্ভর করবে না; বরং এমন ভাষণও দেবে যা উত্তম আবেগ জাগ্রত করতে সক্ষম। হিকমতের সঙ্গে সঙ্গে এই উত্তম উপদেশকেও যুক্ত করবে। এখানে 'হাসানাহ' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে মিথ্যা বা ভ্রান্ত উন্মাদনা সৃষ্টি করবে না, যেমন আজকাল কিছু অজ্ঞ আলেম ন্যায়পরায়ণ লোকদের বিরুদ্ধেই মানুষকে উসকে দেয়।

جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ অর্থাৎ "আর তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর সেই পদ্ধতিতে যা সর্বোত্তম।"–এর অর্থ হলো–বিতর্কে বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে যে যুক্তি সবচেয়ে উচ্চতর ও শক্তিশালী, সেটিকেই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করবে, এবং অন্যান্য যুক্তিগুলিকে তার সহায়ক হিসেবে উপস্থাপন করবে। কারণ সহায়ক যুক্তি দুর্বল হয়ে গেলে মূল যুক্তির কোনো ক্ষতি হয় না; কিন্তু যদি মূল যুক্তিই দুর্বল হয়, তবে শক্তিশালী সহায়ক যুক্তিগুলিও কোনো উল্লেখযোগ্য ফল দেয় না।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

"নিশ্চয়ই তোমার প্রভু ভাল জানেন কে তাঁর পথে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং কে সৎপথে রয়েছে।"–এই বাক্যের তাৎপর্য হলো–তোমরা উৎকৃষ্টভাবে তাবলীগ করে যাও; কিন্তু যদি মানুষ গ্রহণ না করে, তবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে না যে তোমাদের তাবলীগে কোনো ত্রুটি রয়েছে। খুব সম্ভব যে তাবলীগকারীর মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই; বরং শ্রোতার হৃদয় তার পাপের কারণে এমনভাবে কলুষিত যে আল্লাহ তা'লা তার জন্য হিদায়াতের দ্বার উন্মুক্ত করেন না। সুতরাং তাবলীগে নিবেদিত থাকা কর্তব্য। ফল সৃষ্টি করা এবং হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো–এ সবই আল্লাহর কাজ।

(তাফসীর কাবীর, খণ্ড ৪, পৃ. ২৭২)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir